মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moysports.gov.bd

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিব শতবর্ষ

MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
www.moysports.gov.bd

উপদেষ্টা

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ আখতার হোসেন সচিব

সম্পাদনা

তসলিমা আক্তার যুগ্মসচিব
মোঃ ফজলে এলাহী উপসচিব
মুহাম্মদ সাঈদ আলী উপসচিব
শামীমা আক্তার উপসচিব
রওশন আরা পলি সিনিয়র সহকারী সচিব
অমলেন্দু বিশ্বাস প্রোগ্রামার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.moysports.gov.bd

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের “সোনার বাংলা” গড়ার অন্যতম শক্তি হলো যুব শক্তি; যা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এ যুবশক্তিকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত করে দেশের উন্নয়নে কাজ করাতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়া ত্বরান্বিত হবে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ হিসেবে যুবদের অংশগ্রহনের কোনো বিকল্প নেই। যুবদের মেধা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে করে পরিশীলিত। বাংলাদেশের যুব সমাজকে প্রায়োগিক দক্ষতায় দীক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তাছাড়া দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু, কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উৎকর্ষ সাধনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

মোঃ আখতার হোসেন
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি এবং মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখো শহীদের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু- কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ভিশন-২০২১ এবং নির্বাচনী ইশতেহার "তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি" এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবদের বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা করে উপার্জনশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত ও আত্মকর্মী হিসাবে গড়ে তোলা সর্বোপরি তাদের জীবন মানোন্নয়নের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এছাড়া সারাদেশে ক্রীড়ার মানোন্নয়নে জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া পরিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ দেশের ক্রীড়া অভিভাবক হিসাবে ৫৩টি ক্রীড়া ফেডারেশন ও এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধান এবং ক্রীড়া উন্নয়নে কাজ করছে। সাভারে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) দেশের ক্রীড়া শিক্ষা এবং খেলোয়াড় তৈরিতে অবদান রেখে চলছে। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের সহায়তা করে আসছে। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দেশের সম্ভাবনাময় যুবদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকান্ডে বৃহৎ পরিসরে যুবদের নিয়োজিত করার নিমিত্ত গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। আমি প্রত্যাশা করি এ প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ সকলকে অবহিত করা সম্ভব হবে।

এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মোঃ আখতার হোসেন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

যোগাযোগ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ভবন নং-৭, লেভেল নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়,
আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।

ফোন: +৮৮ ০২-৯৫১৩৩৬৩

ফ্যাক্স: +৮৮ ০২-৯৫১৪৪০৮

ই-মেইল: js.admin@moysports.gov.bd
pstosec@moysports.gov.bd

সূ চি প ত্র

০১. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ১৭-২১

ক. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট ২২-২৩

খ. সিটিজেন্স চার্টার ২৪-৩৯

গ. ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর অর্জন ৪০-৪৫

ঘ. যুব কল্যাণ তহবিল ৪৬

ঙ. সাম্প্রতিক অর্জন ৪৭-৮৬

০২. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৮৭-১২৪

০৩. ক্রীড়া পরিদপ্তর ১২৫-১৪২

০৪. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ১৪৩-১৮০

০৫. বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) ১৮১-১৯৬

০৬. বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ১৯৭-২০৪

০৭. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ২০৫-২১৮

সম্পাদনা পর্ষদ

তসলিমা আক্তার
যুগ্মসচিব

মোঃ ফজলে এলাহী
উপসচিব

মুহাম্মদ সাঈদ আলী
উপসচিব

শামীমা আক্তার
উপসচিব

রওশন আরা পলি
সিনিয়র সহকারী সচিব

অমলেন্দু বিশ্বাস
প্রোগ্রামার

সম্পাদকীয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সর্বাগ্রে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি ও সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন এর প্রতি সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য। যাদের আন্তরিকতা ও অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন। সকলের কাছে এ প্রতিবেদনটি গ্রহণযোগ্য হলে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

- তসলিমা আক্তার
যুগ্মসচিব

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রথম অধ্যায়

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

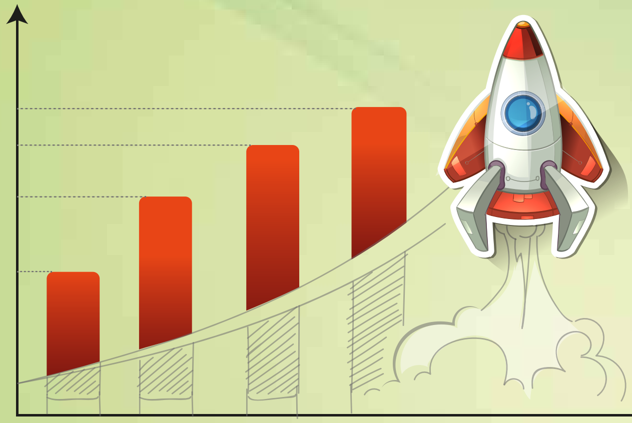

ভিশন

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য ক্রীড়া।

মিশন

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুবসমাজ গঠন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ সাধন।

Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলী:

- যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি;
- স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা;
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন;
- নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থমঞ্জুরি;
- যুব পুরস্কার প্রদান;
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ;
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ;
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান;
- ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ;
- বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান;
- ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;
- ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;
- ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন;
- ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহের উন্নয়ন;
- অন্যান্য দেশের সাথে ক্রীড়াদল বিনিময় ;
- ক্রীড়াবিদদের কল্যাণ অনুদান প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
- বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
- মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন;
- মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান;
- উপযুক্ত আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ আদায়, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নন ট্যাক্স রেভিনিউ বা কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় করা।

কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি ও নীতিমালা

- জাতীয় যুবনীতি ২০১৭
- জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা-২০১০
- জাতীয় ক্রীড়া নীতি
- ন্যাশনাল সার্ভিস নীতি- ২০০৯
- কল্যাণ অনুদান নীতিমালা
- যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬
- যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫
- বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮
- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২০
- যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহঃ

- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- ক্রীড়া পরিদপ্তর
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/বিধি/নির্দেশ অনুযায়ী কাজ নিষ্পন্ন/নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাছাড়া, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিবের উপর মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

এই মন্ত্রণালয়ে ০৩টি অনুবিভাগ বিদ্যমান রয়েছে, যথা: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ (২) যুব অনুবিভাগ এবং (৩) ক্রীড়া অনুবিভাগ। উক্ত ০৩টি অনুবিভাগ ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের কাজের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণভাবে আরও ০৩টি অনুবিভাগের (উন্নয়ন অনুবিভাগ, সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ, ক্রীড়া-২ অনুবিভাগ) মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে ০৫ জন অতিরিক্ত সচিব ও ০৫ জন যুগ্মসচিব অনুবিভাগের অধীন শাখা/অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করছেন। উক্ত ০৫ টি অনুবিভাগের অধীনে রয়েছে ১৬টি শাখা। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপসচিব এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছেন। অনুমোদিত জনবল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের ২৩ জন, ১০ম গ্রেডের ২০ জন, ১১ থেকে ১৬ তম গ্রেডের ২০ জন এবং ১৭ থেকে ২০ তম গ্রেডে ২১ জন কর্মচারী রয়েছে।

প্রথম থেকে নবম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাগণের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদবি	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরতদের সংখ্যা
১	সচিব	১	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১	৫
৩	যুগ্মসচিব	২	৫
৪	উপসচিব	৩	৩
৫	উপপ্রধান	১	-
৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৯
৭	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৪	১
৮	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
৯	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১
	মোট =	২৩ জন	২৬ জন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থবছর		পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
২০০৮-২০০৯	বাজেট	১৪৫৮৯১৮	৩২৫৩০০	১৭৮৪২১৮
২০০৯-২০১০	বাজেট	১৫০৮৪৬০	১২২৭৫৭৪	২৭৩৬০৩৪
২০১০-২০১১	বাজেট	৩৭৩৯৬৬৪	৩০১৩০৮১	৬৭৫২৭৪৫
২০১১-২০১২	বাজেট	৪৯১৪৯৮৪	১২০৫৭০০	৬১২০৬৮৪
২০১২-২০১৩	বাজেট	৫৫১৮৮১৭	২৪০৩৭০০	৭৯২২৫১৭
২০১৩-২০১৪	বাজেট	৫১৬৩৪৩৭	৩১৩৯৮০০	৮৩০৩২৩৭
২০১৪-২০১৫	বাজেট	৫০১৫৮৩২	২৬৫৪৩০০	৭৬৭০১৩২
২০১৫-২০১৬	বাজেট	৫৫৫২৫৬৪	২৫২৬২০০	৮০৭৮৭৬৪
২০১৬-২০১৭	বাজেট	৬৮৯৮৫৯৯	২৬৯০১০০	৯৫৮৮৬৯৯
২০১৭-২০১৮	বাজেট	৯৬৪৬২২৬	২২৫৮৬০০	১১৯০৪৮২৬
২০১৮-২০১৯	বাজেট	১১৯৯৩০১৭	৩১৯৯২০০	১৫১৯২২১৭
২০১৯-২০২০	বাজেট	১৩০১২৭৮৪	১৫৫২৯০০	১৪৫৬৫৬৮৪

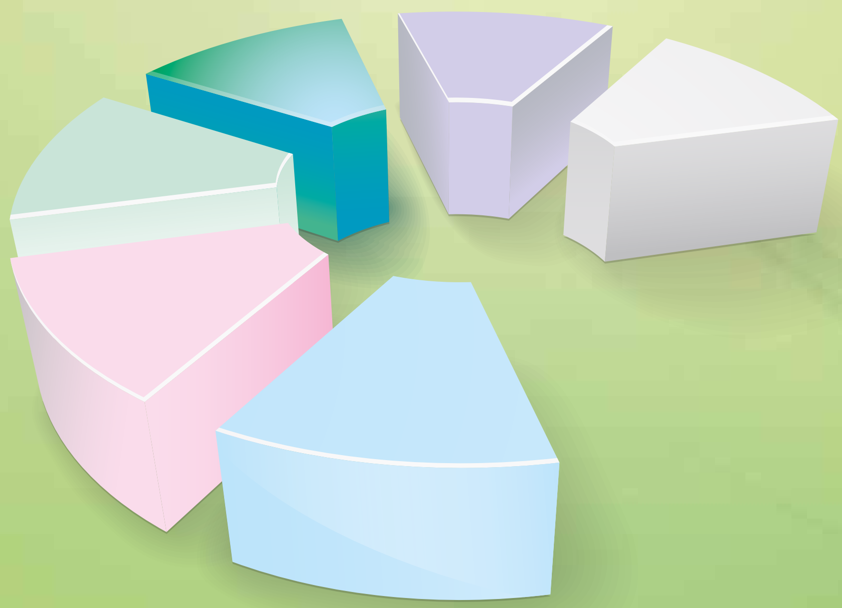

পরিচালন বরাদ্দ

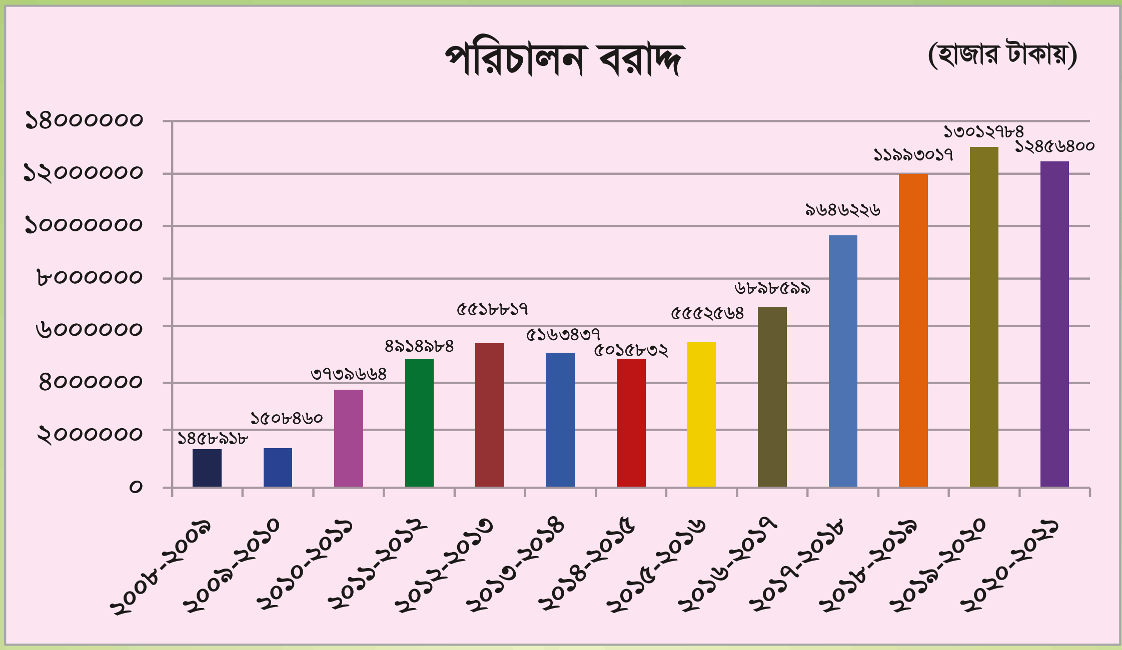

উন্নয়ন বরাদ্দ

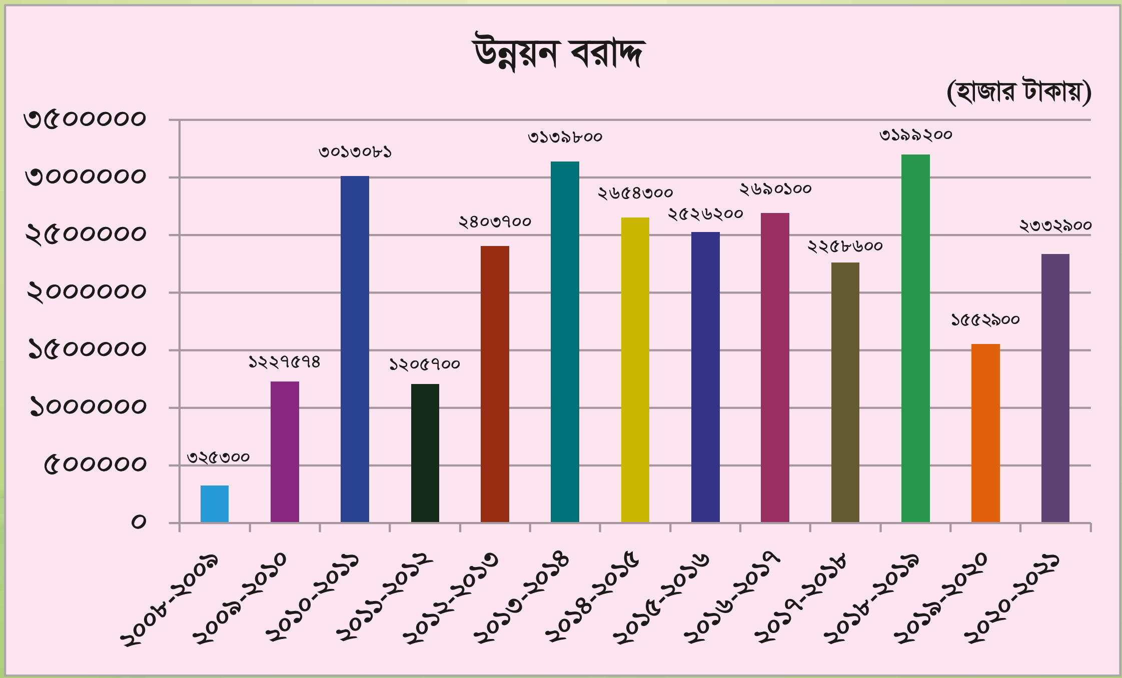

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
(Citizen's Charter)

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য ক্রীড়া।

মিশন: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুব সমাজ গঠন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎকর্ষ সাধন।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১) নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) অনুকূলে মঞ্জুরি।	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর হতে তালিকা পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	১.সাদা কাগজে আবেদন ২.আবেদনে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রীর সুপারিশ।	বিনামূল্যে	১৫ কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
২	বিভিন্ন ক্লাব/ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান।	বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়। প্রতি অর্থবছরে একবার এ অনুদান প্রদান করা হয়।	১. ক্রীড়া ক্লাব/ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদনপত্র ২. ক্রীড়া ক্লাবের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত কপি।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে।	**জনাব মো: জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
৩	দেশের বিদ্যমান আইন মোতাবেক নিবন্ধনকৃত এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান।	জাতীয় দৈনিকে অনুদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। নির্ধারিত আবেদন ফরমে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে আবেদন গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদন জেলা কমিটি দ্বারা যাচাই করা হয় যুব কল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থপনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হয়।	১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র। ২. তালিকাভুক্তির প্রমাণপত্র ৩. রেজিস্ট্রশনের প্রমাণপত্র ৪. ব্যাংক বিবরণী ৫. গৃহীত কার্যক্রম ৬. প্রস্তাবিত প্রকল্প। প্রাপ্তিস্থান: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল জেলা/উপজেলা কার্যালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.moysports.gov.bd) (www.dyd.gov.bd)	বিনামূল্যে	১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd

২.২) দাপ্তরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	দপ্তর/সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগকৃত বিসিএস কর্মকর্তাদের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ও বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১. কর্মকর্তাদের আবেদনপত্র ২. ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩. বহিঃবাংলাদেশছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট -এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনপত্র ২. ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩. বহিঃবাংলাদেশ ছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
৩	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ -এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয়।	১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনপত্র ২. ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩. বহিঃবাংলাদেশ ছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের বহি: বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ২. বহি:বাংলাদেশ ছুটির ক্ষেত্রে তথ্য সম্বলিত পূরণকৃত নির্ধারিত ছক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির (নন-ক্যাডার) কর্মকর্তাদের শিক্ষা মঞ্জুরি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ছুটি প্রাপ্যতার সনদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রস্তাব।	বিনামূল্যে	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
৮	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন মঞ্জুর।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব/আবেদন প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পেনশন মঞ্জুর করা হয়।	১. পেনশন ফরমসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আবেদন পেনশন ফরম (www.forms.gov.bd) সাইটে পাওয়া যায়।	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
৯	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
১০	ক্রীড়া পরিদপ্তর-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট -এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
১২	বিকেএসপি/ক্রীড়া পরিদপ্তরের বৈদেশিক ভ্রমণ/ বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ও প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব ২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনপত্র। ৩. ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৪. বহি:বাংলাদেশ ছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক দাখিল ৫. প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আয়োজন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩	দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব অথবা ২. বৈদেশিক প্রশিক্ষণের নিমন্ত্রণ/ আমন্ত্রণ পত্র।	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	**জনাব সোহেল আহমেদ** সিনিয়র সহকারী সচিব আইটিসেল ফোনঃ+৮৮-০২-৯৫৭৫৫৪১ pstosec@moysports.gov.bd
১৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম/২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রদান	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়ার পর পদোন্নতি ও বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের আদেশ (জনপ্রশাসন, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জি.ও এর কপি, পদ স্থায়ীর আদেশ, নিয়মিতকরণের আদেশ ও চার বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসহ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
১৫	বিকেএসপি/ক্রীড়া পরিদপ্তরের ১ম/২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রদান	প্রস্তাব পাওয়ার পর পদোন্নতি ও বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	পদ সৃষ্টির আদেশ/ উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের আদেশ জনপ্রশাসন, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জি.ও এর কপি, পদ স্থায়ীকরণের আদেশ, ০৫ বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসহ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯। মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd
১৬	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ -এর ১ম/২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, উচ্চতর স্কেল প্রদান	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর পদোন্নতি ও বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের আদেশ (জনপ্রশাসন, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের জি.ও এর কপি, পদ স্থায়ীর আদেশ, নিয়মিতকরণের আদেশ ও চার বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনসহ) দপ্তর হতে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশনের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের খেলাধুলা/ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিদেশ সফরের অনুমতি প্রদান।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. বিদেশ ভ্রমনের নির্ধারিত ফরম ২. পাসপোর্টের কপি ৩. হলফনামা (নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে) ৪. যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপত্তা সনদপত্র	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
১৮	মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/ সংস্থাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলার আয়োজন/ অনুমতি প্রদান।	দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয়।	ফেডারেশন বা ক্রীড়া সংস্থার প্রস্তাবনা/ অনুমতিপত্র	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
১৯	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পদ সৃজন	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর প্রস্তাবিত পদের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে যাচাই করা হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে দপ্তর/ অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি গ. আর্থিক সংশ্লেষ	বিনামূল্যে	১৮০ কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
২০	বিকেএসপি/ক্রীড়া পরিদপ্তরের পদ সৃজন	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর প্রস্তাবিত পদের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে যাচাই করা হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে দপ্তর/ অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি গ. আর্থিক সংশ্লেষ	বিনামূল্যে	১৮০ কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পদ সৃজন	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর প্রস্তাবিত পদের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে যাচাই করা হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি গ. আর্থিক সংশ্লেষ	বিনামূল্যে	১৮০ কার্যদিবস	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
২২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পদ সংরক্ষণ (সৃজনের ৪র্থ বছর হতে)	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. পদ সৃজনের সরকারি আদেশ গ. ০৩ বছর পদ সংরক্ষণের সরকারি আদেশ ঘ. পদ সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ঙ. পদ সংরক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
২৩	বিকেএসপি/ক্রীড়া পরিদপ্তরের পদ সংরক্ষণ (সৃজনের ৪র্থ বছর হতে)	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. পদ সৃজনের সরকারি আদেশ গ. ০৩ বছর পদ সংরক্ষণের সরকারি আদেশ ঘ. পদ সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ঙ. পদ সংরক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪	বিকেএসপি/ক্রীড়া পরিদপ্তরের পদ সংরক্ষণ (সৃজনের ৪র্থ বছর হতে)	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	ক. দপ্তর/অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. পদ সৃজনের সরকারি আদেশ গ. ০৩ বছর পদ সংরক্ষণের সরকারি আদেশ ঘ. পদ সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ঙ. পদ সংরক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
২৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।	প্রস্তাব পাওয়ার পর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োগের ছাড়পত্রের জিও জারি করা হয়।	ক. পদ শূন্য থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র খ. সরাসরি নিয়োগের স্বপক্ষে কাগজপত্র। গ. পদের বিপরীতে কোন মোকদ্দমা না থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র। ঘ. পদ ১০% সংরক্ষিত রয়েছে এর স্বপক্ষে কাগজপত্র। ঙ. নতুন সৃজিত পদ হলে বছর বছর সংরক্ষণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd
২৬	বিকেএসপি/ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।	প্রস্তাব পাওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োগের ছাড়পত্রের জিও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	ক. পদ শূন্য থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র খ. সরাসরি নিয়োগের স্বপক্ষে কাগজপত্র। গ. পদের বিপরীতে কোন মোকদ্দমা না থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র। ঘ. পদ ১০% সংরক্ষিত রয়েছে এর স্বপক্ষে কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			ঙ. নতুন সৃজিত পদ হলে বছর বছর সংরক্ষণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র।			
২৭	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।	প্রস্তাব পাওয়ার পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োগের ছাড়পত্রের জি.ও জারি করা হয়।	ক. পদ শূন্য থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র খ. সরাসরি নিয়োগের স্বপক্ষে কাগজপত্র। গ. পদের বিপরীতে কোন মোকদ্দমা না থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র। ঘ. পদ ১০% সংরক্ষিত রয়েছে এর স্বপক্ষে কাগজপত্র। ঙ. নতুন সৃজিত পদ হলে বছর বছর সংরক্ষণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
২৮	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পদ সৃজন	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের পর প্রস্তাবিত পদের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে যাচাই করা হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে দপ্তর/ সংস্থার প্রস্তাব ২. অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি ৩. আর্থিক সংশ্লেষ	বিনামূল্যে	১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৯	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে	**জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার** সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫১০ মোবাইল: ০১৭১১৯০৬৫৭২ ই-মেইল: sas.sports1@moysports.gov.bd
৩০	বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি অনুমোদন।	প্রস্তাব পাওয়ার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়।	ক. ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি অনুমোদনের প্রস্তাব।	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবসের	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd
৩১	বিকেএসপি-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবসের	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd
৩২	ক্রীড়া পরিদপ্তর ও শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাদি।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর নিয়োগবিধি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সভা। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পর বিধি শাখায় প্রেরণ।	১. প্রস্তাবের সূচিপত্র, ২. প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ, ৩. ক্রীড়া পরিদপ্তর ও শারীরিক শিক্ষা কলেজ (কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৬ এর সংশোধিত নিয়োগ বিধিমালার খসড়া প্রজ্ঞাপন। ৪. ক্রীড়া পরিদপ্তর ও শারীরিক শিক্ষা কলেজ (কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার কপি। ৫. প্রচলিত নিয়োগ বিধিমালা এবং প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধিমালার ও তফসিলে উল্লিখিত পদসমূহের মধ্যে তুলনামূলক বিবরণী।	বিনামূল্যে	১৮০ কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			৬. পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির কপি। ৭. পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতির কপি। ৮. বেতনস্কেল ও যোগ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্ত অর্থ বিভাগের জি.ও. ৯. অর্থ বিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকিত জি.ও। ১০. অনুমোদিত অগ্রানোগাম ১১. প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের কপি।			
৩৩	ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেনশন/ অবসর সংক্রান্ত কার্যাদি।	ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে প্রস্তাব/ আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পেনশন মঞ্জুর করা হয়।	পেনশন ফরমসহ ক্রীড়া পরিদপ্তরের আবেদন।	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd
৩৪	বিকেএসপি'র বিদেশে ক্রীড়া প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং বিদেশী প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আগমন সংক্রান্ত কার্যাদি।	বিকেএসপি হতে প্রস্তাব/আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব। ২. আমন্ত্রণপত্র।	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব মোরশেদা আখ্তার** সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্রীড়া-২) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪২৯ মোবাইল: ০১৭২৮-৭৭৭৫৪৪ ই-মেইল: sas.sports2@moysports.gov.bd
৩৫	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাজেট বরাদ্দ/বিভাজন	দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিভাজন আদেশ জারি করা হয়।	ক. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব খ. অর্থ বিভাগের অনুমোদনের কপি	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর -এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুকূলে বিভিন্ন ধরণের অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয়।	১. গৃহ নির্মাণ/মোটর সাইকেল/কম্পিউটারের ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২. জমি/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার ক্রয়ের বায়নামা পত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন ফরম প্রপ্তিস্থানঃপ্রশাসন শাখা ও মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	মাননীয় মন্ত্রী/সচিব/ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবেদনপত্র ২. নিমন্ত্রণ/আমন্ত্রণ পত্র অথবা অনুমোদিত প্রস্তাবনা।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
০২	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ও দপ্তর/সংস্থার বিসিএস ক্যাডার অফিসারদের শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি।	আবেদনপত্র পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আদেশ জারি করা হয়।	১. ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়নপত্র ২. পূর্বে ভোগকৃত ছুটির জি.ও প্রাপ্তি স্থান: ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন পত্র এজি অফিস হতে সংগ্রহ করতে হবে।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
০৩	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি।	আবেদনপত্র পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আদেশ জারি করা হয়।	১. ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন পত্র/ মেডিকেল সার্টিফিকেট ২. আবেদনপত্র।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৪	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/বুনিয়াদি/ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ আলী হায়দার** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৮১২২ sas.admin2@moysports.gov.bd
০৫	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান।	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক জি.ও জারি করা হয়।	১. দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাব অথবা ২. বৈদেশিক প্রশিক্ষণের নিমন্ত্রণ/ আমন্ত্রণ পত্র।	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ আলী হায়দার** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৮১২২ sas.admin2@moysports.gov.bd
০৬	মন্ত্রণালয়ের পদ সৃজন	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর প্রস্তাবিত পদের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ হতে যাচাই করা হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রযোজ্যক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে দপ্তর/ অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি গ. আর্থিক সংশ্লেষ বিনামূল্যে।	বিনামূল্যে	১৮০ কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
০৭	মন্ত্রণালয়ের পদ সংরক্ষণ (সৃজনের ৪র্থ বছর হতে)	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. দপ্তর/ অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. পদ সৃজনের সরকারি আদেশ গ. ০৩ বছর পদ সংরক্ষণের সরকারি আদেশ ঘ. পদ সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ঙ. পদ সংরক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৮	মন্ত্রণালয়ের পদ স্থায়ীকরণ।	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করার পর সরকারি মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।	ক. পদ স্থায়ীকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে দপ্তর/ অধিদপ্তরের প্রস্তাব খ. পদ সৃজনের সরকারি আদেশ গ. পদ সৃজনের পর পরবর্তী সকল বছরের পদ সংরক্ষণের মঞ্জুরি আদেশ	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
০৯	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।	প্রস্তাব পাওয়ার পর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিয়োগের ছাড়পত্রের জিও জারি করা হয়।	ক. পদ শূন্য থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র খ. সরাসরি নিয়োগের স্বপক্ষে কাগজপত্র। গ. পদের বিপরীতে কোন মোকদ্দমা না থাকার স্বপক্ষে কাগজপত্র। ঘ. পদ ১০% সংরক্ষিত রয়েছে এর স্বপক্ষে কাগজপত্র। ঙ. নতুন সৃজিত পদ হলে বছর বছর সংরক্ষণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র।	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর/পেনশন মঞ্জুরি।	আবেদনপত্র পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আদেশ জারি করা হয়।	১. অবসরের আদেশ ২. পেনশন ফরম (২.১) (www.forms.gov.bd) ৩. পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি ৪. উত্তরাধিকারী ঘোষণা পত্র ৫. পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ৬. শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র ৭. এস.এস.সি'র সনদপত্র ৮. নমুনা স্বাক্ষর।	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
১১	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ অগ্রিম উত্তোলনের অনুমতি।	আবেদনপত্র পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আদেশ জারি করা হয়।	১. ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত টাকার স্লিপ ২. হিসাব শাখা হতে তথ্যাদি	বিনামূল্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
১২	মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুকূলে বিভিন্ন ধরণের অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও জারি করা হয়।	১. গৃহ নির্মাণ/মোটর সাইকেল/কম্পিউটারের ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২. জমি/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার ক্রয়ের বায়নামা পত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থানঃ প্রশাসন শাখা ও ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	**জনাব রওশন আরা পলি** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৫ মোবাইল: ০১৭১৯-৯১৪৫৩৫ ই-মেইল: sas.admin1@moysports.gov.bd
১৩	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি/উচ্চতর স্কেল প্রদান	আবেদন পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পদোন্নতি/উচ্চতর স্কেলের জি.ও জারি করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।	১. কর্মকর্তা/ কর্মচারীর আবেদন ২. পদোন্নতি/ উচ্চতর স্কেলপ্রাপ্তির স্বপক্ষে কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ আলী হায়দার** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৮১২২ sas.admin2@moysports.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪	আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা	সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	ক) সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা-২০১৮ এর নির্ধারিত ছকে আবেদন। ছক সম্বলিত ফরম (www.forms.gov.bd ও www.mopa.gov.bd) সাইটে পাওয়া যায়।	বিনামূল্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	**জনাব মোঃ আলী হায়দার** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২) শাখা ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭৮১২২ sas.admin2@moysports.gov.bd
১৫	প্রকল্প বাস্তবায়ন	১. অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ ছাড় ২. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন	দপ্তর/সংস্থা	বিনামূল্যে	১৫ (পনেরো) কার্যদিবস	**১) জনাব শামীমা আকতার** উপসচিব (পরিকল্পনা-১, ৪) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৫১৮৬ Shamima_ta@yahoo.com **২) জনাব গাজী শরিফুল হাসান** সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-২,৩) শাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৬৯৬৩৬ riponkhandu@yahoo.com
১৬	যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ অনুযায়ী যুব কল্যাণ তহবিল থেকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান	১. যুবকল্যাণ তহবিলের অনুদানের কার্যক্রম ২০১৮-২০১৯ হতে ই-সাভিসভুক্ত করা হয়েছে। ২. যুব সংগঠনের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে অনলাইন আবেদন আহ্বান করা হয়। ৩. বহু প্রচারের জন্য নীতিমালা/শর্তাবলি সংবলিত অনুদানের বিজ্ঞপ্তি দুটো জাতীয় পত্রিকাসহ বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি জেলা প্রশাসক/উপজেলা প্রশাসন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জেলা/উপজেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৪. অনুদানের বিজ্ঞপ্তি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। ৫. যুবকল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হয়।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল জেলা/উপজেলা কার্যালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যায়।	অনুদানের নির্ধারিত আবেদন ফরমে অনলাইন দরখাস্ত দাখিল করার জন্য কোন মূল্য পরিশোধ করতে হয় না।	৩-৪ মাসের মধ্যে	**জনাব মুহাম্মদ সাঈদ আলী** উপসচিব (যুব) অধিশাখা ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪০৭৭ মোবাইল: ০১৮১৯-৮১০৩০৩ ই-মেইল: ds.youth@moysports.gov.bd

২.৪) আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট:

২.৪.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (www.dyd.gov.bd)
২.৪.২ ক্রীড়া পরিদপ্তর (www.ds.gov.bd)
২.৪.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (www.nsc.gov.bd)
২.৪.৪ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (www.bksp.gov.bd)
২.৪.৫ বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (www.bkkf.org.bd)
২.৪.৬ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (www.shniyd.gov.bd)- নতুন সংস্থা

৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	ওয়েবসাইট ভিজিট ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা গ্রহণ
২	প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট হতে ফরম সংগ্রহ
৩	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
৪	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৫	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৬	প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি প্রদান

৪) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	**জনাব তসলিমা আক্তার** যুগ্মসচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫০৬ ইমেইল: ds.admin@moysports.gov.bd ওয়েব: www.grs.gov.bd	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	**জনাব মো: রফিকুল ইসলাম** অতিরিক্ত সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৭৫৫৩২ ইমেইল: rafiq196491k@gmail.com ওয়েব: www.grs.gov.bd	২০ (বিশ) কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০ (ষাট) কার্যদিবস

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর অর্জন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ওয়েটেড স্কোর
[১] দক্ষ, উৎপাদনক্ষম ও সচেতন যুব সমাজ গঠন;	৩৮	[১.১] ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অধীনে শিক্ষিত বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.১.১] প্রশিক্ষিত ও অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুব	সংখ্যা (জন)	৮	৬৫০০০	৬০৪৬৭	৭.৩
		[১.২] যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা	[১.২.১] প্রশিক্ষিত যুব	সংখ্যা (জন)	৭	৩৪১০০০	৩১০৯৮৫	৬.৪৪
		[১.৩] সফল যুব সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান	[১.৩.১] অনুদানপ্রাপ্ত যুবসংগঠন	সংখ্যা	৭	৭৫	৬৭৪	৭
		[১.৪] প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	[১.৪.১] উপকারভোগী	সংখ্যা (জন)	৪	৩৮১০০	৩২৬৩৮	৩.৩৬
		[১.৫] আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	[১.৫.১] আত্মকর্মী	সংখ্যা (জন)	৪	৫২০০০	৪৬৬৬৫	৩.৫৩
		[১.৬] জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	[১.৬.১] পুরস্কারপ্রাপ্ত যুব/যুবসংগঠক	সংখ্যা (জন)	৩	২৭	২৭	৩
		[১.৭] যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকি	[১.৭.১] পরিদর্শন প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৭০	৭০	১
			[১.৭.২] পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১	৭০	২০	০
		[১.৮] জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান	[১.৮.১] আয়োজিত অনুষ্ঠান	সংখ্যা	১	১১৮৫	১১৮২	১
		[১.৯] প্রচার- প্রচারণা	[১.৯.১] প্রকাশনা	সংখ্যা	১	১২	১২	১
		[১.১০] সুদক্ষ প্রকল্পের আওতায় যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ	[১.১০.১] প্রশিক্ষিত যুব	সংখ্যা (জন)	১	১০০০	০	০
[২] ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও বিকাশ	৩৭	[২.১] ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.১.১] প্রশিক্ষিত ক্রীড়াবিদ	সংখ্যা (জন)	৬	১৮৩০৫	১৭১২৭	৪.৬৫
		[২.২] তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	[২.২.১] প্রতিভাবান খেলোয়াড়	সংখ্যা (জন)	৪	৩৭৬০	৩৭০৫	৩.৬৩
			[২.২.২] প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ	সংখ্যা (জন)	২	৪	০	০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ওয়েটেড স্কোর
		[২.৩] শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রী প্রদান	[২.৩.১] বিপিএড ডিগ্রী	সংখ্যা (জন)	২	৪১৫	৪৭২	২
		[২.৪] ক্রীড়ায় স্নাতক ডিগ্রী প্রদান	[২.৪.১] বিস্পোর্ট ডিগ্রী	সংখ্যা (জন)	২	৩০	৬১	২
		[২.৫] ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান	[২.৫.১] অনুদানপ্রাপ্ত ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	৬০০	৬৫০	১.২৫
		[২.৬] দুস্থ ক্রীড়াবিদদের আর্থিক অনুদান	[২.৬.১] অনুদানপ্রাপ্ত দুস্থ ক্রীড়াবিদ	সংখ্যা (জন)	২	১০৫০	১১৫০	২
		[২.৭] ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	[২.৭.১] প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	৬১১৫	৫৯৫২	১.২৪
		[২.৮] ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ	[২.৮.১] নির্মিত স্থাপনা	সংখ্যা	২	৪৫	৪৫	২
		[২.৯] ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম তদারকি	[২.৯.১] পরিদর্শন প্রতিবেদন	সংখ্যা	১	৭০	৭০	১
			[২.৯.২] পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১	৭০	১০	০
		[২.১০] বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	[২.১০.১] প্রতিভাবান খেলোয়াড়	সংখ্যা (জন)	২	৬৬৫	৬৭০	২
		[২.১১] ক্রীড়া স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার	[২.১১.১] মেরামত/ সংস্কারকৃত স্থাপনা	সংখ্যা	১	৩৫	৩৫	১
		[২.১২] আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ	[২.১২.১] অংশগ্রহণকৃত প্রতিযোগিতা	সংখ্যা (জন)	১	৮১	৭৩	০.৯৩
		[২.১৩] ক্রীড়া বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রদান	[২.১৩.১] ক্রীড়ায় ডিপ্লোমা	সংখ্যা (জন)	১	৩০	৪৪	১
		[২.১৪] কোচেস সার্টিফিকেট কোর্স	[২.১৪.১] কোর্সে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা (জন)	১	১৫০	১০৫	০.৭
		[২.১৫] জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান	[২.১৫.১] পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা (জন)	১	১০	০	০
		[২.১৬] আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন	[২.১৬.১] আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	সংখ্যা	১	৪০	১৮	০
		[২.১৭] বিকেএসপির বিভাগীয় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	[২.১৭.১] নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সংখ্যা	১	১	১	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ওয়েটেড স্কোর
[এম.১] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	১১	[২.১৮] মুজিব বর্ষ উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট কার্নিভাল (অনূর্ধ্ব-১২ বালক ও বালিকা) আয়োজন	[২.১৮.১] আয়োজিত খেলা	সংখ্যা	১	১	০	০
		[২.১৯] মুজিব বর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ গেমস আয়োজন (৩১টি ইভেন্ট)	[২.১৯.১] আয়োজিত খেলা	সংখ্যা	১	১	০	০
		[এম.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত	%	২	৭০	৬৫	১.৮
			[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	%	১	১০০	৭৬.২৫	০.৭৬
		[এম.১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল সেবা চালু করা	[এম.১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	১৫-০২-২০২০	১৩-০২-২০২০	১
		[এম.১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১-০৩-২০২০	০	০
		[এম.১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[এম.১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১০-০১-২০২০	১৮-০৩-২০২০	০
			[এম.১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫	১০০	১০০	০.৫
		[এম.১.৫] সেবা সহজিকরণ	[এম.১.৫.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	তারিখ	০.৫	১৫-১০-২০১৯	২৯-১০-২০১৯	০.৩৩
			[এম.১.৫.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	০.৫	১৫-০৪-২০১৯	২৩-০২-২০২০	০.৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ওয়েটেড স্কোর
[এম.২] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৮	[এম.১.৬] পিআরএল শুরুর ১ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[এম.১.৬.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	%	০.৫	১০০	১০০	০.৫
			[এম.১.৬.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	০.৫	১০০	১০০	০.৫
		[এম.১.৭] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[এম.১.৭.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	%	০.৫	৮০	১০০	০.৫
			[এম.১.৭.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	০.৫	৮০	১০০	০.৫
		[এম.১.৮] বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি	[এম.১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিকৃত	%	১	৫০	১০০	১
		[এম.১.৯] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[এম.১.৯.১] মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	%	১	১০০	১০০	১
		[এম.২.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৬০	৬০	১
			[এম.২.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৪	১
			[এম.২.১.৩] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	১০০	০.৫
			[এম.২.১.৪] দপ্তর/ সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	০.৫	৩১-০১-২০২০	৩০-০১-২০২০	০.৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ওয়েটেড স্কোর
		[এম.২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[এম.২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১	১০০	৯৫	০.৯
			[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯	১
		[এম.২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	১০০	১০০	০.৫
			[এম.২.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	১২	১০	০.৪
		[এম.২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[এম.২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১	৯০	৯০	১
			[এম.২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	০.৪৫
			[এম.২.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১-১২-২০১৯	৩১-১২-২০১৯	০.৫
[এম.৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[এম.৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১৬-০৮-২০১৯	১৪-০৮-২০১৯	০.৫
			[এম.৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৪	০.৫
		[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৭১.৬০	০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ওয়েটেড স্কোর
		[এম.৩.৩] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.৩.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৭	০.৪৭
		[এম.৩.৪] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৪.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	%	০.৫	৬০	৩০	০
			[এম.৩.৪.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	০	০
		[এম.৩.৫] টেলিফোন বিল পরিশোধ	[এম.৩.৫.১] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	১০০	০.৫
		[এম.৩.৬] বিসিসি/বিটিসিএল -এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	[এম.৩.৬.১] ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	১০০	১
						মোট সংযুক্ত স্কোর:		৭৯.৬৪

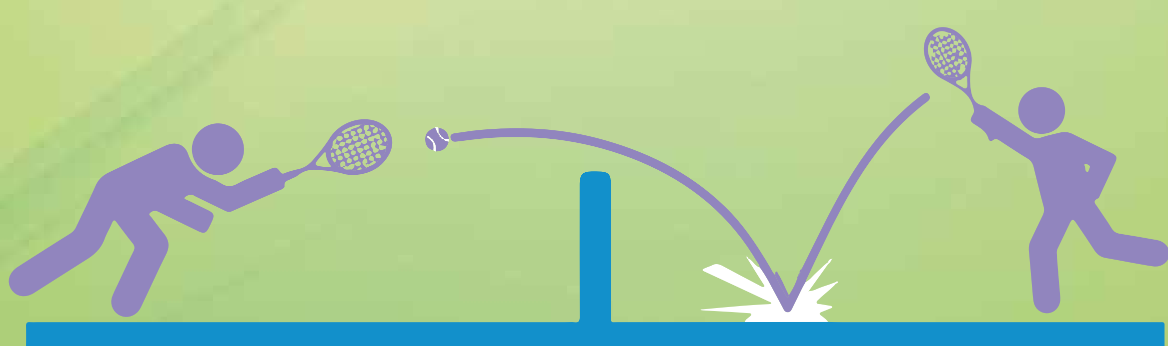

যুবকল্যাণ তহবিল

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্য বিমোচনের লক্ষ্যে সফল যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদের পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় যুবকল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদে গত ১৯ জুলাই, ২০১৬ খি. তারিখে যুবকল্যাণ তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ রহিত করে যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৩ নং আইন) পাশ হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটে ২৬ জুলাই, ২০১৬ খ্রি. তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যুবদের পুরস্কৃত করাসহ যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বর্তমান মূলধন ও ব্যবহার

যুবকল্যাণ তহবিলের বর্তমান সিডমানি ১৫ (পনের) কোটি টাকা। সিডমানির এ অর্থ সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী মেয়াদী আমানত হিসাবে জমা রাখা আছে। বছরওয়ারি প্রাপ্ত মুনাফা এবং নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা/শর্তাদি অনুযায়ী যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি

যুবকল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ (বারো) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বোর্ড রয়েছে। এ ছাড়া অনুদান/পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি রয়েছে। উল্লেখ্য, যুবকল্যাণ তহবিলের সকল ব্যাংক হিসাবসমূহ উপসচিব (যুব) ও সিনিয়র সহকারী সচিব (যুব-১) এর যুগ্মস্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।

এ যাবতকালের কার্যক্রম

অদ্যাবধি ১২ হাজার ০২ শত ৩৫ টি যুব সংগঠনকে মোট ১৭ কোটি ৮৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান করা হয়

যুব সংগঠন কর্তৃক গৃহীত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প যেমন-কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, মৎস্য চাষ, ব্লক-বাটিক, কুটির শিল্প, বিউটি পার্লার, মোবাইল সার্ভিসিং, সেলাই, পোল্ট্রি, সেলাই মেশিন, স্যানিটেশন, বনায়ন ও নার্সারী, ডেইরি, মাশরুম চাষ, সবজি চাষ, ফুল চাষ, মৌ চাষ ইত্যাদি ক্ষুদ্র প্রকল্পের বিপরীতে অনুদান প্রদান করা হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যুবকল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হলে সারাদেশ হতে ১৭৫৮টি যুব সংগঠনের অনলাইন আবেদন পাওয়া যায়। যাচাই বাছাইঅন্তে প্রতি জেলা হতে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৬৪টি সংগঠনকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা করে এবং অন্যান্য সংগঠনগুলোকে ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা করে প্রদানের জন্য ৭৩৪টি সংগঠন নির্বাচন করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন এর সভাপতিত্বে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর উপস্থিতিতে ঢাকা জেলার নির্বাচিত ২০টি সংগঠনের প্রতিনিধির হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন। একইসঙ্গে ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থেকে অপর ৬৩ জেলার জেলা প্রশাসকগণ একযোগে সারাদেশে অবশিষ্ট ৭১৪টি সংগঠনের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

সাম্প্রতিক অর্জন

ক্রীড়ানুরাগী বঙ্গবন্ধু পরিবার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন।

মাননীয় স্পীকারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন।

Dhaka OIC Youth Capital-2020 International Programme

ওআইসি এর যুব বিষয়ক অঙ্গ সংস্থা Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF) প্রতিবছর OIC এর সদস্য দেশের একটি শহরকে যুব রাজধানী ঘোষণা করে থাকে। সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একতা তৈরি করার উদ্দেশ্যে OIC Youth Capital ধারণাপত্র প্রথম উপস্থাপন করা হয় ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ওআইসি এর ২য় সাধারণ সম্মেলনে। পরবর্তীতে উক্ত ধারণাপত্রটি ২৭-২৮ মে, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাউন্সিল সম্মেলনে অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ২০১৫/২০১৬ সালের জন্য তুরস্কের ইস্তানবুল প্রথম OIC Youth Capital হিসেবে নির্বাচিত হয়। ধারাবাহিকভাবে OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ১৮-১৯ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩তম সম্মেলনে ২০১৭ সালের জন্য OIC Youth Capital হিসেবে পুত্রজায়া (মালয়েশিয়া), সিরাজ (ইরান) এবং ফেজ (মরক্কো) কে ঘোষণা করে। ২০১৭ সালের ০১ আগস্ট OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বিশেষ সভায় ফিলিস্তিনের আল-কুদস শহরকে ২০১৮ সালের জন্য OIC Youth Capital হিসেবে ঘোষণা করে। ২২-২৪ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF) এর ৩য় সাধারণ অ্যাসেমব্লিতে কাতারের দোহাকে ২০১৯ সালের জন্য OIC Youth Capital হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

২০১৯ সালে ০১ মার্চ তারিখে ICYF ২০২০ সালের OIC Youth Capital এর জন্য আবেদন আহ্বান করলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৩০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা শহরকে ২০২০ সালের জন্য যুব রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আবেদন করা হয়।

বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি'র নিকট Dhaka OIC YOUTH CAPITAL, 2020 এর চাবি হস্তান্তর করেন কাতারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী সালাহ বিন খানিম আল-আলি।

Dhaka OIC YOUTH CAPITAL, 2020 এর প্রেস ব্রিফিং করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে মোমেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন

অতঃপর আবেদন প্রাপ্তির পর ICYF অন্যান্য দেশের আবেদনের সাথে বাংলাদেশের আবেদনটিও যাচাই বাছাই করে কাজাখাস্তান এবং তিউনিশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ঢাকাকে সংক্ষিপ্ত তালিকায় রাখে। সরেজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ১৫-১৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ICYF এর প্রেসিডেন্ট জনাব তাহা আইহান এর নেতৃত্বে ০৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করে এবং ICYF এর কেবিনেট ঢাকা শহরকে ২০২০ সালের জন্য যুব রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ICYF এর মহাপরিচালকের সাথে একটি Protocol of Commitment স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে ICYF এর নির্বাহী পরিষদ ঢাকাকে ২০২০ সালের জন্য OIC Youth Capital হিসেবে চূড়ান্ত ঘোষণা করে। গত ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি Doha OIC Youth Capital-২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ২০২০ সালের স্বাগতিক দেশ হিসেবে স্মারক চাবি গ্রহণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

মুজিববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বছরব্যাপি নানা আয়োজনের মাধ্যমে Dhaka OIC Youth Capital-2020 উদযাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলেও COVID-19 এর অতিমারীর কারণে সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে ভার্চুয়াল প্লাটফরমে Dhaka OIC Youth Capital-2020 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি; জনাব ইউসুফ বিন আহমদ আল-ওথাইমিন, মহাসচিব, ওআইসি; জনাব আজাদ রহিমভ, মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী, আজারবাইজান; জনাব দাউরা এ. জ্যালো, মাননীয় আইনমন্ত্রী ও অ্যাটর্নী জেনারেল, গাম্বিয়া; জনাব তাহা আইহান, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ICYF সহ দেশী বিদেশী অতিথিদের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ জুলাই, ২০২০ তারিখে এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে Dhaka OIC Youth Capital-2020 এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ৭৫টি দেশের ৪০০ যুব প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ০৩ (তিন) দিনব্যাপী Resilient Youth Summit অনুষ্ঠিত হয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা OIC Youth Capital ২০২০ এর উদ্বোধন করেন।

যুব প্রতিনিধিদের হাতে Dhaka OIC YOUTH CAPITAL, 2020- এর চাবি হস্তান্তর করছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এ কে মোমেন এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথম বারের মতো আয়োজিত আলোচনা সভায় “শহীদ শেখ কামাল আলোমুখী এক প্রাণ” শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ঢাকায় গণভবনে ‘শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব টেনিস টুর্নামেন্ট-২০১৯’ এ অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত এবং খেলোয়াড়গণ ফটোসেশনে অংশ নেন।

ক্রীড়ানুরাগী বঙ্গবন্ধু পরিবারের বই এর মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) এর সমাপনী খেলা উপভোগ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

হকি প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়কের হাতে ট্রফি প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দিপু মনি, এম. পি ও যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এর চ্যাম্পিয়ন খুলনা বিভাগের খেলোয়াড়দের আনন্দ উল্লাস

বঙ্গবন্ধু আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পস এর মশাল প্রজ্জ্বলন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমসের বিভিন্ন ইভেন্টে সাফল্যের বিবরণ

০১-১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডু ও পোখরায় অনুষ্ঠিত ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ দল (বালক-বালিকা) ১৯টি স্বর্ণ, ৩৩টি রৌপ্য ও ৮৫টি তাম্রসহ সর্বমোট ১৩৭টি পদক অর্জন করে। ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমসের বিভিন্ন ইভেন্টে সাফল্যের বিবরণ নিম্নরূপ:

গেমসের নাম	স্থান	ইভেন্টের নাম	স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্য
১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমস-২০১৯	কাঠমুন্ডু, নেপাল	আরচ্যারী	১০	-	০১
		অ্যাথলেটিক্স	-	০১	০১
		বক্সিং	-	০১	০৬
		ব্যাডমিন্টন	-	-	০১
		ক্রিকেট (পুরুষ)	০১	-	-
		ক্রিকেট (মহিলা)	০১	-	-
		ফেন্সিং	০১	০৩	০৮
		ফুটবল	-	-	০১
		গলফ	-	০৪	-
		হ্যান্ডবল	-	-	০১
		জুডো	-	-	০৬
		কাবাডি (পুরুষ)	-	-	০১
		কাবাডি (মহিলা)	-	-	০১
		কারাতে	০৩	০৩	১২
		খো খো (পুরুষ)	-	০১	-
		খো খো (মহিলা)	-	-	০১
		শ্যুটিং	-	০৬	০৪
		সুইমিং	-	০৩-	০৮
		টেবিল টেনিস	-	-	০১
		ভারোত্তোলন	০২	০৬	০৫
		রেসলিং	-	০২	০৭
		উশু	-	০৩	১০
		তায়কোয়ানডো	০১	-	১০
		মোট	১৯	৩৩	৮৫

২০১৯ সালে এশিয়া কাপ আর্চারী প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদকজয়ী রোমান সানাকে মিষ্টি মুখ করাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি- এর নিকট এস.এ গেমসের আমন্ত্রণপত্র প্রদান করেন নেপালের রাষ্ট্রদূত।

এস এ গেমসে পদক বিজয়ীদের বরণ করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন

১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমসে সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়ারদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

কোভিডকালে কর্মহীন খেলোয়াড়/সংগঠকদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন ফেডারেশনের ক্রীড়াবিদ, কোচ, কর্মকর্তা ও ক্রীড়া সংগঠকদের মাঝে আর্থিক সহায়তা, খাদ্য এবং করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে ৩১৯টি ক্রীড়া ক্লাব/প্রতিষ্ঠান, করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা পর্যায়ে অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে জনপ্রতি ৭ হাজার টাকা করে ৪ হাজার ২৮৫ জনকে এবং বিভিন্ন ফেডারেশন/এসোসিয়েশনের ৬৫১ (ছয়শত একান্ন) জন খেলোয়াড়/কর্মকর্তাদের মাঝে জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা হারে সর্বমোট ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ খেলোয়ারদেরকে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ খেলোয়ারদেরকে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ খেলোয়ারদেরকে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি- এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন কসোভো রাষ্ট্রদূত।

তুরস্কের আনতালিয়াতে অনুষ্ঠিত "3rd INTERNATIONAL ETHNOSPORT FORUM 2020" এ World Ethnosport Confederation এর সম্মানিত সভাপতি Mr. Bilal Erdogan এর নিকট হতে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি- এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি- এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জাপানের রাষ্ট্রদূত।

বঙ্গবন্ধু T20 CUP-2020 চ্যাম্পিয়ন খুলনার অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এবং বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন, এমপি

যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে দেশব্যাপী যুব উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুব পাইকারী সেল ডটকম কার্যক্রম পাইলটিং এর শুভ উদ্বোধন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সুইমিংপুলের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সুইমিংপুলের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

করোনাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর নিকট অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এ বিজয়ী দলের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ফিফা প্রেসিডেন্টের সৌজন্য সাক্ষাৎ। এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ফিফা প্রেসিডেন্টের সৌজন্য সাক্ষাৎ। এ সময়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এবং যুব ও ক্রীড়া সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার অনুষ্ঠিত গোলাপী বলের টেস্ট ক্রিকেটে উদ্বোধনী খেলায় উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কলকাতার মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ICYF-এর প্রতিনিধি দল মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ তনয় শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'শেখ কামাল: উদ্দীপ্ত তারুণ্যের দূত' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি। এ সময় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

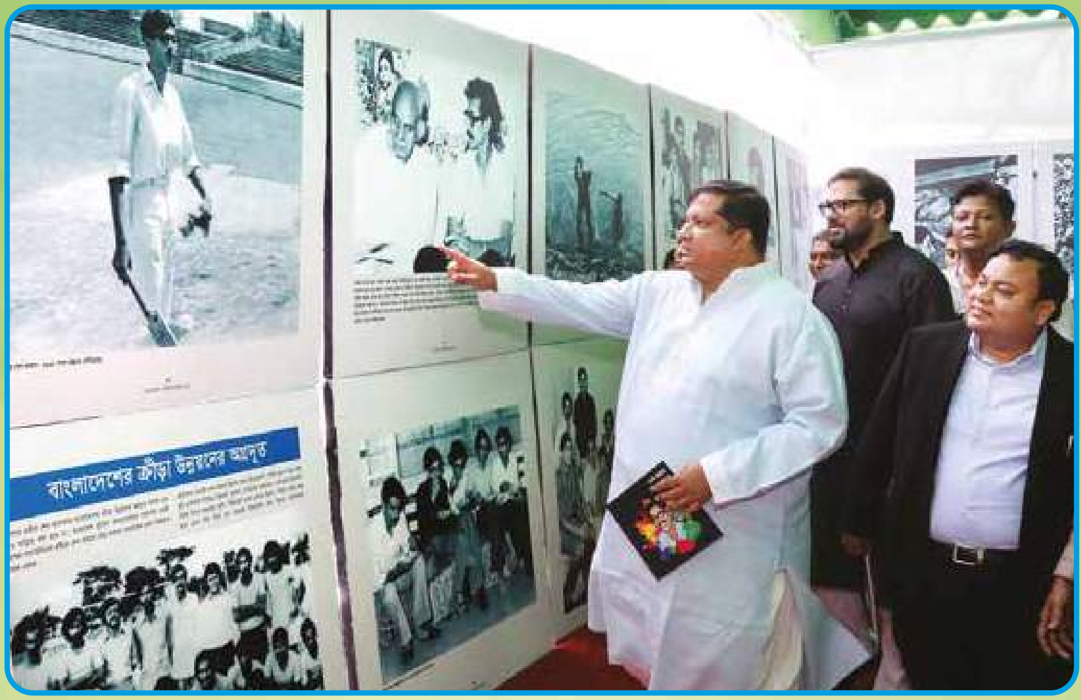

শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

জাতীয় যুব দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য যুবর্যালি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ তনয় শহীদ শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মদিনের স্মারক প্রকাশনা 'হৃদয়মাঝে শেখ রাসেল' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন।

শেখ রাসেল জাতীয় স্কুল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০২০ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১ তম জন্মদিনে আবাহনী ক্লাব প্রাঙ্গণে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

শহীদ আহ্সান উল্লাহ্ মাস্টার স্মৃতি টি-২০ গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০১৯-২০২০ এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

পোল্যান্ডের কাটোওয়াইসে অনুষ্ঠিত এন্টি ডোপিং কনফারেন্সে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল নারী দলকে সংবর্ধনা প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিপিএল-২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

যুব বিশ্বকাপ জয়ী অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আকবর-কে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিনন্দন জানাচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

যুব বিশ্বকাপ জয়ী অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক আকবর-কে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি এবং বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন, এমপি।

সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠনের মাঝে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ এ পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ এ ভাষন প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যুবকল্যাণ তহবিল হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নির্বাচিত যুব সংগঠনকে অনুদানের চেক বিতরণ

যুবকল্যাণ তহবিল হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নির্বাচিত যুব সংগঠনকে অনুদানের চেক বিতরণ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত BKSP-তে বার্ষিক বনভোজন উপলক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দল বনাম সচিব-এর দলের মধ্যে এক এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দল।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত BKSP-তে বার্ষিক বনভোজন উপলক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দল বনাম সচিব-এর দলের মধ্যে এক এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে সচিব-এর দল।

AWARD

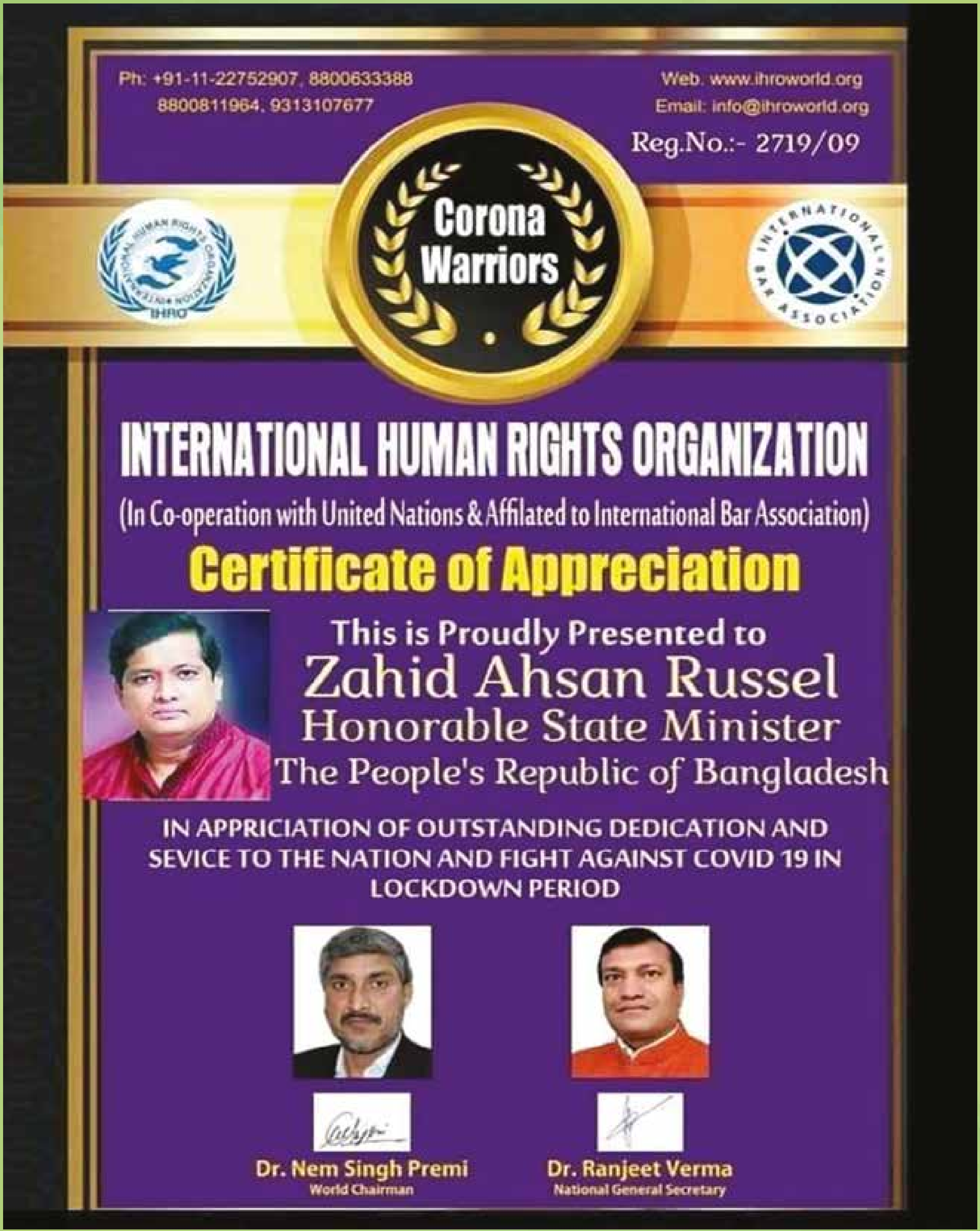

মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি কে করোনাযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন **INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANIZATION.**

The George Washington University of Peace, USA কর্তৃক Global Peace Research and Development in the Faculty of Diplomacy and Peace Studies-এ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখায় মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি কে সনদপত্র প্রদান করেন।

CENTRE FOR PEACE STUDIES, SRI LANKA

Having met the criteria for measuring the depth and maturity of established program in the field of Global Peace Research and Development in the Faculty of Diplomacy and Peace Studies

The George Washington University of Peace USA

is hereby designate

HON. ZAHID AHSAN RUSSEL

as

Fellow Global Peacebuilding Professional (FGPP)

through the Academic year 2020 - 2021

This certificate is presented in the recognition of significant contributions in meeting the International demand for Peace Research, Developing a growing number of professionals with Peace Research, expertise and ultimately contributing to the protection of the International code of practice under UNSDG 2030 Agenda.

Prof. Dr.S.L.Riyas Sulaimalebbe
The Vice Chancellor
Research Scientist

SERIAL NO : FE-20201084
RENEWAL DATE : MAY 2021

www.gwuop.org

ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি কে করোনাযোদ্ধা হিসেবে **DR. KALAM SMRITI INTERNATIONAL Award** প্রদান করা হয়।

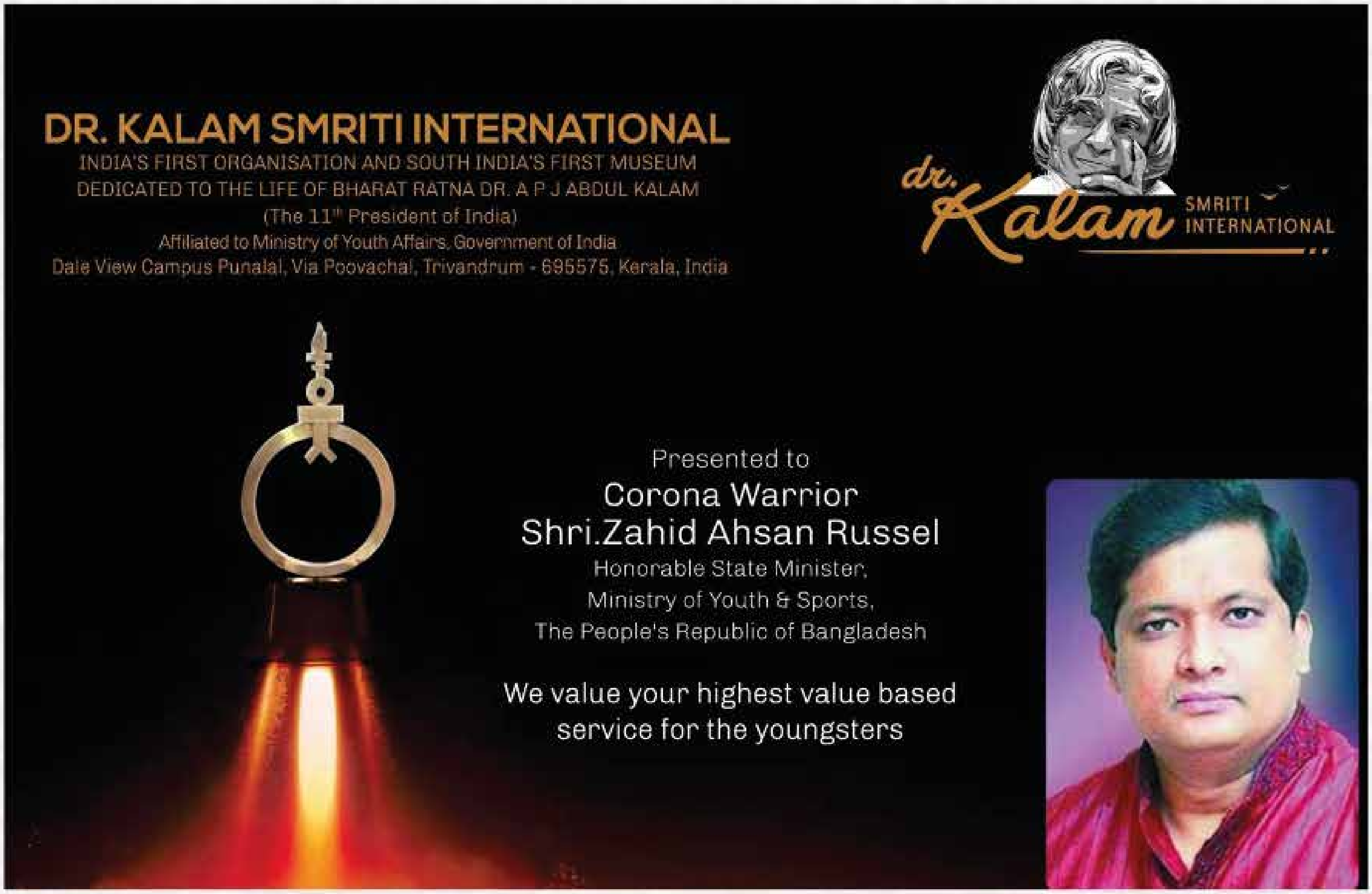

করোনাযোদ্ধা

মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

করোনা যুদ্ধে তুমি সিদ্ধহস্ত
নও তুমি বীর প্রতীক, বীর উত্তম
এ যুদ্ধে তুমি সম বীরশ্রেষ্ঠ।

কখনো গেরিলা কায়দায়
আড়ালে আবডালে
কখনো গগণ বিদারী
সম্মুখ সমরে
তুমি যুদ্ধ করেছ
মানবতার ঢালে।

তুমি ছুটে বেড়িয়েছ
তোমার দৃষ্টিসীমার
এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে
মানবতার স্ফুলিঙ্গে।

তুমি স্তব্ধ করেছ
ক্ষুধার দাবানল
নিমিষেই
চোখের পলকে

তোমার শাণিত সমরাস্ত্র
মানবাধিকারের ঝান্ডা উড়িয়ে।
তৃষ্ণার্ত মানবতার পাশে
তুমি ঝরিয়েছ
অমিয় সুধা
প্রশান্ত মহাসাগররূপে।

আর্তমানবতার আহাজারীতে
তুমি থাকনি
নিথর, নিঃশ্চুপ।

তোমার সরব উপস্থিতিতে
তারা খুঁজে পেয়েছে
মাদার তেরেসার সেবা,
বেঁচে থাকার আশা।

তুমিতো পাগলপ্রায় ছিলে
ডাক্তারের খোঁজে, সেবিকার অন্বেষণে
তুমিতো অস্থির ছিলে
অ্যাম্বুলেন্স জোগাড়ে,
সুরক্ষা সামগ্রী বিলিতে।

তুমিতো অবিচল ছিলে
পিসিআর ল্যাব স্থাপনে,
তুমিতো দৃঢ়চিত্ত ছিলে
রক্ত সংগ্রহ কর্মসূচীতে-
যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে,
করোনার কঠিন সংকটকালে
করোনাযুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতিতে।

করোনাকালে তুমি ছিলে
গরীব, দুঃস্থ, কর্মহীন, অসহায়ের পাশে
তুমি ছিলে
কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার কাছে
তুমি ছিলে
নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত

সকলের সাথে।
তুমি ছিলে
আবাল বৃদ্ধ বণিতা
সকলের মাঝে।
বলতো কোথায় ছিলে না তুমি
করোনাকালে?

তুমিতো তখনও ছিলে
তৃতীয় লিঙ্গ আর প্রতিবন্ধীদের তরে।

গলির ধারের ছেলেটি, বস্তির টোকাই
আর পথকলি,
সেলুন কর্মচারী আর রেলস্টেশনের ছিন্নমুল মানুষগুলি
শুধুই কি তাই, মসজিদের ঈমাম-মুয়াজ্জিন
কাউকেই তো তুমি ভুলনি
করোনার সেই ক্রান্তিকালে।

করোনায় থমকে গেছে বিশ্ববাসী
কিন্তু তোমাকে কি পেরেছে থামাতে
করোনা সর্বনাশী?

তুমি যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে
চীনের প্রাচীরের মত
সুরক্ষা ব্যূহ তৈরী করে

চীনের উহান হতে ছড়িয়ে পড়া
করোনার বিরুদ্ধে

জীবন বাজী রেখে
করোনার তান্ডবকে তলিয়ে দিয়েছ,
আতলান্টিকের অতল গহ্বরে।

তুমি যুদ্ধ করেছ অসীম
উদ্দীপ্ত মানবতায়
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চেতনায়
জেনেও, নিজের জীবন বিপন্নপ্রায়

বাঁচাতে
খুৎপীড়িত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত আর্তমানবতা
করোনার করাল গ্রাস ও থাবায়।

তোমার বীরত্ব গাঁথা আজ
দেশের গন্ডি পেরিয়ে
বিশ্ব অংগনে।
তুমি আজ করোনাযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃত

আন্তর্জাতিক দরবারে।
তোমাকে নিটোল অভিনন্দন

গোটা বাংলার প্রতিটি মানুষের
হৃদয়ের গহীন থেকে।

মোঃ আব্দুল করিম এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি

১৯7৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন

- ❖ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন

- ❖ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুব'দের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

- ❖ যুব'দের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি;
- ❖ স্বেচ্ছাসেবামূলক উন্নয়ন কাজে যুব'দের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।
- ❖ যুব'দের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা;
- ❖ নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ-মঞ্জুরী;

যুব পুরস্কার প্রদান

- ❖ যুব'দেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- ❖ যুবউন্নয়ন কাজের উপর গবেষণা ও জরিপ।
- ❖ বেকার যুব'দের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

উদ্দেশ্যাবলি

- ❖ যুব'দের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
- ❖ যুব'দের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- ❖ যুব'দের মানবসম্পদে পরিণত করা;
- ❖ যুব'দের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ❖ যুব'দের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
- ❖ যুব'দের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করা;
- ❖ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুব'দের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
- ❖ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুব'দের সম্পৃক্ত করা;
- ❖ পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুব'দের উৎসাহিত করা
- ❖ সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
- ❖ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব'দের অধিকার নিশ্চিত করা;
- ❖ জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুব'দের উদ্বুদ্ধ করা;
- ❖ যুব'দের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা;

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট

অর্থ বছর	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০১৭-২০১৮	২৭১৭৮ (লক্ষ টাকায়)	৭০৪১.০০ (লক্ষ টাকায়)
২০১৮-২০১৯	২৯৪৩৭ (লক্ষ টাকায়)	৬৮৮৭.০০ (লক্ষ টাকায়)
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫ (লক্ষ টাকায়)	২৮২৬.০০ (লক্ষ টাকায়)

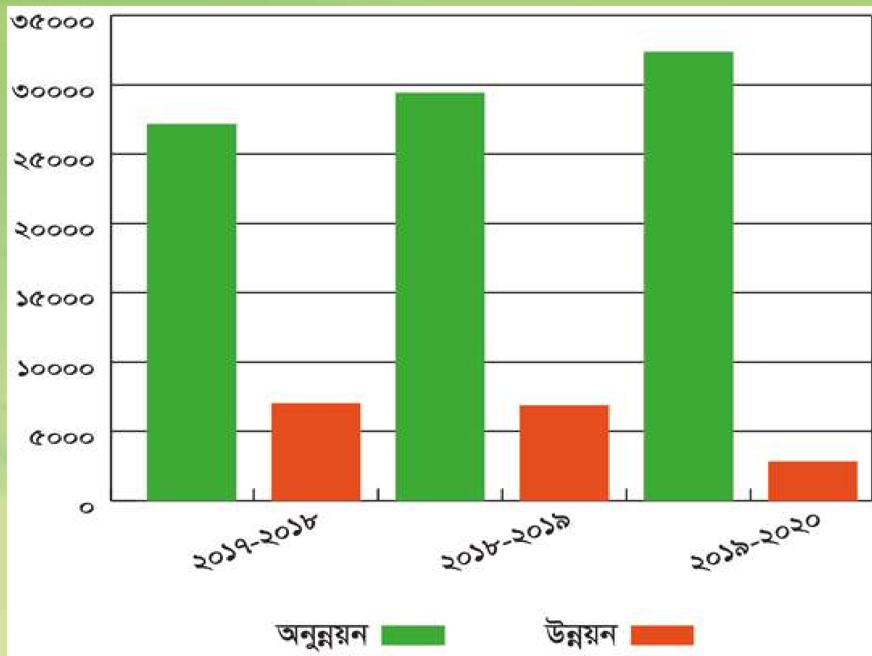

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (লক্ষ টাকায়):

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ		অর্থ ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	
২০১৭-২০১৮	২৭১৭৮.০০	৭০৪১.০০	২৪৩৪৪.০০	৬২৩৪.১৭	৮৯.৫৮%
২০১৮-২০১৯	২৯৭৪৭.৩২	৬৮৮৭.০০	২৭৪৩৭.০০	৬০২৮.৮৪	৯১.৯২%
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫.০০	২৮২৬.০০	২৯৪৮৪.৯৫	১৯৪৫.৯২	৯৩.০৪%

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো:

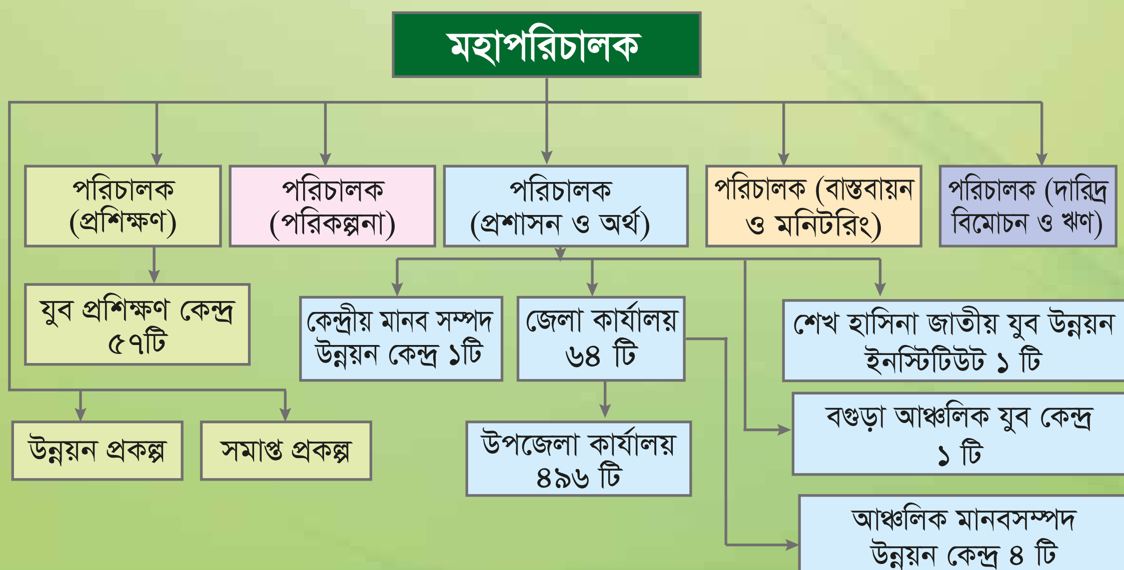

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকল্প মেয়াদঃ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকায়)
১	"অবশিষ্ট ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন " মেয়াদ-জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	২১৪৫০.৪৫
২	"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ণ "	২০৮৯.৫৩
৩	"টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ (টেকাব)	২০০০.০০
৪	"৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ "	১৭৪৯.৯১
৫	"উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)	১৬৪৯.৭২

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনঃ

ক্র. নং	বিষয়	ভেন্যু/সংস্থা	সংখ্যা
১	৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়	৩০ জন
২	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সাভার	১০৯০ জন
৩	কর্মশালা	দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখা	২ টি
৪	কর্মশালা	প্রশিক্ষণ শাখা।	১ টি
৫	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে কর্মশালা	অর্থ ও অডিট শাখা	৪ টি

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আখতারুজ জামান খান কবির সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত আছেন।

জাতীয় যুব পুরস্কারঃ

আত্মকর্মসংস্থানে সফল যুবক ও যুবমহিলা এবং সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখায় যুবসংগঠককে প্রতিবছর যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ক্রমিক	ক্যাটাগরী	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রদানকৃত পুরস্কারের সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত পুরস্কার প্রদানের সংখ্যা
০১	আত্মকর্মী	২২ টি	৪১১ টি
০২	যুব সংগঠক	০৫ টি	৩৪ টি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত উত্তম চর্চা সমূহ

১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সকল সভার নোটিশ,কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী গ্রুপ মেইলে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।

২। ই-নথি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।

৩। অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ও ঋণের আবেদন গ্রহণ ।

৪। মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ আদায়।

৫। ঋণের অনলাইন রিপোর্টিং। ফলে, কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, নথি সঞ্চালণে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় অপচয় হ্রাস পেয়েছে এবং ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর
১০০তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ কামাল এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে
১ (এক) লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ কামাল এর ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১ (এক) লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

যুব র‍্যালি ২০১৯ এর উদ্বোধন করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

জাতীয় যুবদিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য যুবর‍্যালি।

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী কর্মপ্রত্যাশী যুবক/যুব মহিলাদের জাতি গঠন মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ যাবত এ কর্মসূচির অগ্রগতি নিম্নরূপ:

পর্ব	অর্থ বছর	উপজেলার সংখ্যা	প্রশিক্ষণ	অস্থায়ী কর্মস্থানে সংযুক্তি
১ম	২০০৯-২০১০	১৯টি	৫৬৮০১	৫৬০৫৪
২য়	২০১১-২০১২	০৮টি	১৪৫১৫	১৪৪৬৭
৩য়	২০১৪-২০১৫	১৭টি	১৬৩৪২	১৪৮০৩
৪র্থ	২০১৫-২০১৬	২০টি	২৬৩৭৬	২৬৩৭৬
৫ম	২০১৭-২০১৮	২৪টি	৩৭২৬৮	৩৭২৬৮
৬ষ্ঠ	২০১৭-২০১৮	২০টি	৫১১৯৪	৫১১৯৪
৭ম	২০১৭-২০১৮	২০টি	২৭৯৬৮	২৭৯৬৮
	সর্বমোট	১২৮টি	২৩০৪৬৪	২২৮১২৯

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়:

অর্থ বছর	বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার
২০০৯-২০১০	৩৩.৫১ (লক্ষ টাকায়)	১৩.৫৫ (লক্ষ টাকায়)	৪০.৪৪%
২০১০-২০১১	১৯৯.৫৩ (লক্ষ টাকায়)	১৮২.৩৬ (লক্ষ টাকায়)	৯১.৩৯%
২০১১-২০১২	৩০৩.০৬ (লক্ষ টাকায়)	৩০২.৭৫ (লক্ষ টাকায়)	৯৯.২৬%
২০১২-২০১৩	৩১০.৭৮ (লক্ষ টাকায়)	২৯৯.৬৭ (লক্ষ টাকায়)	৯৯.৪২%
২০১৩-২০১৪	১৭৩.৬১ (লক্ষ টাকায়)	১৫৬.২৮ (লক্ষ টাকায়)	৯০.০১%
২০১৪-২০১৫	১২৯.২৩ (লক্ষ টাকায়)	১১৩.৩৫ (লক্ষ টাকায়)	৮৭.৭১%
২০১৫-২০১৬	১৪০.০০ (লক্ষ টাকায়)	১৩৬.৭৫ (লক্ষ টাকায়)	৯৭.৬৭%
২০১৬-২০১৭	২৭৯.৪৬ (লক্ষ টাকায়)	২৭৬.৭৫ (লক্ষ টাকায়)	৯৯.০৩%
২০১৭-২০১৮	৪৬৪.১৩ (লক্ষ টাকায়)	৩৯২.১৮ (লক্ষ টাকায়)	৭৭.৬৭%
২০১৮-২০১৯	৬৬৯.৬০ (লক্ষ টাকায়)	৬৫৭.৬৯ (লক্ষ টাকায়)	৯৮.২২%
২০১৯-২০২০	৬৬৩.৯৩ (লক্ষ টাকায়)	৬৪৯.৪৯ (লক্ষ টাকায়)	৯৮.৮২%
সর্বমোট	৩৩৬৬.৮৪৬ (লক্ষ টাকায়)	৩১৮০.৮২ (লক্ষ টাকায়)	৯৪.৪৭%

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় অস্থায়ী কর্মে নিয়োজিত কালীন
হাসপাতালে সেবাদানে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মী

২. পরিবার ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি:

পরিবার ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে কর্মপ্রত্যাশী দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি। পরিবার ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৭.০২%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধন	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা
জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি	৮১৬৭.২৬ লক্ষ টাকা	৮১৬৭.২৬ লক্ষ টাকা
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	১৩১২৫.১৯ লক্ষ টাকা	১৩১২৫.১৯ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৭৯০৬৫.৪৮ লক্ষ টাকা	৭১৯৬৮.৭৮ লক্ষ টাকা
জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণ	৭০২৮১.২৩ লক্ষ টাকা	৬৭৮৯১.২২ লক্ষ টাকা
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী	৬,৮৪,২২১ জন	৬,০১,৯৫২ জন
২০১৯-২০২০অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	১৯৩৯.২০ লক্ষ টাকা	২২৮১.৬০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৬,১৬০ জন	১০৪০২ জন
২০২০-২০২১অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	২১৩১.২০ লক্ষ টাকা	-
২০২০-২০২১অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৭৭৬০ জন	-

৩) একক ঋণ কর্মসূচি:

এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৭টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত যুব'দেরকে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৪.৪৩%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট যুবঋণ মূলধন	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা
জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি	১৩৩৬১.১৯ লক্ষ টাকা	১৩৩৬১.১৯ লক্ষ টাকা
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	২৫০৭০.০৯ লক্ষ টাকা	২৫০৭০.০৯ লক্ষ টাকা
জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ	১৩০৭৮৮.৫২ লক্ষ টাকা	১২৫৮১২.৪২ লক্ষ টাকা
জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণ	১১১৯২১.৭৯ লক্ষ টাকা	১০৪৭১২.৬৪ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	৯৮৬০.৮০ লক্ষ টাকা	৯২১২.৩৭ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উপকারভোগী	২১৯৪০ জন	১২৯৬৯ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	৭৭৬৮.৮০ লক্ষ টাকা	-
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৩০৪০ জন	-

০৪। প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি:

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুব'দের উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষিত যুব'রা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুব'দের মাসিক আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে কোন কোন সফল আত্মকর্মী যুব মাসে ১,০০,০০০/- টাকারও বেশি আয় করে থাকে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট আত্মকর্মসংস্থান	২৬২০২২১ জন	২২৩৮৭০৫ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থান	৭০,০০০ জন	৪৬৬৬৫ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	৭০,০০০ জন	-

০৫। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র:

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনে ৫.৫৫ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারি প্রশিক্ষণ	-	১৭০০৮ জন
শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণ	-	৮৮,৫৩৪ জন
শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার	২৬টি	২৬ টি
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১,০৯০ জন	১,০৬০ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১০৬০ জন	

০৬। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র:

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৪৫০ জন	৩৯০ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৪৫০ জন	-

০৯। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

এটি মূলত: একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৯৮ সালে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকার অদূরে সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে ও সাভার ডেইরী ফার্ম সংলগ্ন ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে ৮.০০ একর জমির উপর শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র ও সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে ৭০০ আসন বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক অডিটরিয়াম, একটি আন্তর্জাতিক মানের হোস্টেল, একটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্যে তিনটি বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, মসজিদ, মেডিকেল সেন্টার, লাইব্রেরি, জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া, গাড়ি রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণ মোট	২৪,১৮১ জন	২৩,৮৯৭ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৪০০ জন	৯১১ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৯০০ জন	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম	৪৩০টি	৪২৯টি
প্রকল্প মেয়াদসহ বই প্রকাশনা	১০টি	১০ টি
প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণা	২১ টি	১৯ টি

কর্মসংস্থান ব্যাংক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষে দুই লক্ষ প্রশিক্ষিত যুবদের মাঝে "বঙ্গবন্ধু যুবঋণ" প্রদান সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

০৭। বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই সমাপ্ত এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) কম্পিউটার ট্রেডে কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স (খ) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং (গ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং এবং (ঘ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ মোট প্রশিক্ষণ	১,৮৮,৭৬০ জন	১,৯১,৫৭০ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১২,৬৪০ জন	১৩,১৫৬ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১২,৬৪০ জন	-

০৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ সমাপ্ত প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির উদ্দেশ্য। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ও উহাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৫৩টি। দেশের সকল জেলায় একটি করে আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে অপর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১১টি জেলায় ১১টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৮৫২০ জন	১৭৩১৮ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৮,৫২০ জন	-

১০। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি:

এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৩-২০০৮)	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ মোট প্রশিক্ষণ	১৩,৬৩০ জন	৮০০৩ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৫০০ জন	৫৪০ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৪০০ জন	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়াম	১২৩ টি	১২৫ টি
প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণা	০২ টি	০১ টি
শর্ট ফিল্ম/ডকুমেন্টারী তৈরী	০২ টি	০২ টি

১১। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প:

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ সমাপ্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং (খ) ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে কর্মপ্রত্যাশী যুব'দের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৫-২০১১)		
(৩য় সংশোধিত)	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণ	১,১৭,৭৮০ জন	৯৪,৫৯৬ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯,০৬০ জন	৭,৫০৯ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯,০৬০ জন	-

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ:

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১০-২০১৯)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা	১৯,৫৭৮.১৫ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮০০.০০ লক্ষ টাকা	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা	৬২৫.৩৯ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	-	-

০২। শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপিত হয়। "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২০)	৩৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা	১৮৫৬.৭১ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৬৯.০০ লক্ষ টাকা	১১৫.৮০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	১১৫.৮০ লক্ষ টাকা	১০৩.৮০ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৬৩৭.০০ লক্ষ টাকা	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	৯৬২০ জন	৯১০১ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৪০০ জন	৯১১ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৯০০ জন	-

০৩। ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুব'দের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টিসহ মোট ৭৬টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬-২০২১) ২য় সংশোধিত	৬১০০.০০ লক্ষ টাকা	৩২৫০.৭৫ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১০৪৫.০০ লক্ষ টাকা	৪৮৭.৬৫ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	৪৮৭.৬৫ লক্ষ টাকা	৪৮৫.০৫ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২২৮৮.০০ লক্ষ টাকা	-

০৪। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুব'দের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব):

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুব'দের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের প্রথম পর্বের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুব'দের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়ন করা হয়। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা	১২৯৯.৬১ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৫২৫.০০ লক্ষ টাকা	৪৯০.৯৩ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	৪৯০.৯৩ লক্ষ টাকা	৪৭৭.৯৭ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩০৩.০০ লক্ষ টাকা	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	২৮২০০ জন	২২৩২৫ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯৪০০ জন	৮২২৫ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৫৮৭৫ জন	-
প্রকল্প মেয়াদে কর্মশালা	১৬২টি	৮৮টি
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কর্মশালা	৫৪টি	৩৪টি

টি, এ প্রকল্প:

০৫। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ: বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনো সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২০) ১ম সংশোধিত	২০০০.০০ লক্ষ টাকা	১৭৯১.৪৫ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৫৮.০০ লক্ষ টাকা	২৪১.৩০ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	২৪১.৩০ লক্ষ টাকা	২৩৩.৬৩ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৮৪.০০ লক্ষ টাকা	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	১৫৮৪০ জন	১৩৭০৮ জন
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৩৩৬০ জন	২৮৩৫ জন
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৬৮০ জন	-

"যুবদের জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ "শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত সভায় মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

০৬। "Support to Develop National Plane of Action for Implementation National Youth Policy and Youth Development Index" প্রকল্প:

প্রকল্পটি United Nations Population Fund (ইউএনএফপিএ) এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুব'দের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবমহিলাদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্প কাজ করছে। ০১-১০-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (অক্টোবর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২০)	২৪০.০০ লক্ষ টাকা	১১৮.৬২ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩৯.০০ লক্ষ টাকা	২৩.৩৮ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ব্যয়	২৩.৩৮ লক্ষ টাকা	২০.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৩.০০ লক্ষ টাকা	-

৭ মে ২০২০ তারিখ প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা গাজীপুরের কৃতি সন্তান শহিদ আহসান উল্লাহ্ মাষ্টার এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান।

অন্যান্য কার্যক্রম:

(ক) জাতীয় যুবদিবস:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দৃষ্টান্ত মূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(খ) আন্তর্জাতিক যুবদিবস:

পর্তুগালের লিসবনে ১৯৯৮ সালের ৮-১২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব মন্ত্রীদের কনফারেন্সে ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঘোষণা করার জন্য জাতিসংঘের নিকট সুপারিশ করা হয়। লিসবন কনফারেন্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৫৪/১২০ নং রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে ১২ আগস্টকে "আন্তর্জাতিক যুবদিবস" হিসেবে ঘোষণা করে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তিকরণ:

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। যুবসংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তি করা হতো। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যুবসংগঠন তালিকাভুক্তির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৮৩৫২টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) যুব সংগঠন সমূহকে অনুদান:

যুব সংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যুব কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

কর্মসূচির নাম	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রদানকৃত অনুদানের সংখ্যা	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রদানকৃত অনুদানের পরিমাণ	অনুদান প্রদানের ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	অনুদান প্রদানের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ
যুব কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান	৫৯৭ টি	১২২.৬ (লক্ষ টাকায়)	১২২৩৮ টি	১৭৮৫.৭৬ (লক্ষ টাকায়)
অনুন্নয়ন খাত থেকে আর্থিক অনুদান	৭৫ টি	১৫.০০(লক্ষ টাকায়)	২৫৩৬ টি	১৮৫.৭৯ (লক্ষ টাকায়)

(ঙ) যুব সংগঠন নিবন্ধন:

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধনের কাজ জুলাই ২০১৭ হতে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪২২০টি যুব সংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(চ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় দূর প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় কর্মসূচি ও রিজিওনাল এ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা/যুবসংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ দূর প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

(ছ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক:

জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘ এবং এর অংগ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসকাপ, ইউনেস্কো, আমেরিকান পিস কোর এবং আইএলও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে জাইকার ৪৪ জন, কোইকার ৫০ জন এবং আমেরিকান পিস কোরের ৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতিসংঘের ৪৬ জন ইউএনভি কাজের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে গিয়েছে।

(জ) জাতীয় যুবনীতি:

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের জন্য নতুন যুবনীতির খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময়, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে।

প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে কর্ম-পরিকল্পনা (এ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়নের কাজ চলছে।

(ঝ) কমনওয়েলথ পুরস্কার:

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইয়ুথ ওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ঞ) সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড:

সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

করোনাকালে দুস্থ/অসহায়/ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যুব সংগঠনের সহায়তায় ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আখতারুজ জামান খান কবির ।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প:

০১। যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প:

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

০২। উপজেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ তারুণ্যের শক্তি যুবসমাজের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইশতেহারে ২০২৩ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এজন্য কারিগরি শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা হবে এবং প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

০৩। পাঁচটি জেলায় যুব নারী শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প:

তৈরি পোশাক শিল্প খাতের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও তৈরি পোশাক শিল্প বিপ্লব সাধন করেছে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরি পোশাক শিল্প খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তৈরি পোশাক শিল্প খাতে কর্মরত যুব নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা ও তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের আবাসনের সুবিধার্থে দেশের ৫টি স্থানে প্রতিটি ১০০০ শয্যার ৫টি বহুতল হোস্টেল নির্মাণ করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

০৪। নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানে আগ্রহীকরণ প্রকল্প:

নিবন্ধিত যুবসংগঠনসমূহের মধ্যে প্রতিটি উপজেলা হতে ২টি করে মোট ৯৯২টি যুব সংগঠনকে এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি সংগঠন হতে ৩০ জন সদস্যকে তাদের চাহিদা মত বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে যৌথ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৫। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (৭টি কেন্দ্র):

দেশের সকল আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬ টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কারের জন্য ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪৩৬৬৭.৯৮লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৬। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব):

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং দেশের ৫৭টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ৩২৯১৩০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪০৮৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৭। বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্প:

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলায় ৪৯২টি গ্রামকে বেকারমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খুলনা জেলার রূপসা ও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন ইনোভেশন ধারণাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন দপ্তর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ইনোভেশন ধারণাটির সুবিধা সারা দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪০১৮৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৮। যুব তথ্য বাতায়ন স্থাপন প্রকল্প:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এ দেশের যুবদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হতে সরকারি ও বেসরকারি যে কোন প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। ০১-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৫২৪.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

০৯। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ৩য় পর্ব:

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি ২য় পর্ব ৩০-০৬-২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলায় জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৬৪০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের ২য় পর্বের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্ব প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-১০-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৮৮১৮.০০ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০। যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের স্বাস্থ্য সম্মত কাজের পরিবেশ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পে ১০৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮১৯৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প:

দেশে-বিদেশে প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৪,৫৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১০৯৪২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারিত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নত হবে। ০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৩৫২৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩। হোটেল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প:

দেশে ক্রমবিকাশমান পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৭২০০ শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুব উপকৃত হবে। ০১-০১-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৫১১২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ইয়ুথ এন্টার প্রেনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে করোনা মহামারীকালীন সুরক্ষিত থেকে বিপদগ্রস্থদের সাহায্য ও মৃত ব্যক্তিদের সৎকার/দাফনকাজ করার জন্য যুব সেচ্ছাসেবীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আখতারুজ জামান খান কবির।

ভার্চুয়াল প্ল্যাট ফরমের মাধ্যমে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১। আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প:
আত্মকর্মী যুবদের গৃহিত প্রকল্পসমূহ টেকসই করে মাঝারি ও বড় প্রকল্প স্থাপন এবং উক্ত প্রকল্পে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২। যানবাহন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প:
যানবাহন মেরামতের জন্য দক্ষ মেকানিক্স তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প:
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি বহুতল বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

৪। কক্সবাজার জেলায় আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হলসহ যুব হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প:
কক্সবাজার জেলায় কনফারেন্স হলসহ আর্ন্তজাতিক মানের যুব হোস্টেল নির্মাণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫। যুব কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার প্রকল্প:
যুব কার্যক্রমের সাফল্য গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যুব বিষয়ক তথ্য কর্মপ্রত্যাশী যুবসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬। আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:
এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতি সঞ্চার হবে।

৭। বিউটিফিকেশন, হেয়ার কাটিং ও হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্প:
কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৮। ট্যুরিষ্ট গাইড, ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প:
কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং এ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আখতারুজ জামান খান কবির এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধঞ্জলি নিবেদন।

করোনাকালীন জাতির সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার" Certificate of Appriciation প্রাপ্তিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব **মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল** এমপি কে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা স্বরুপ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব **মোঃ আখতার হোসেন** ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আখতারুজ জামান খান কবির।

জাতীয় শোক দিবসে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে জাতির পিতা প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপি,মাননীয় সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা জেলাধীন সাভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেসিক কম্পিউটার এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন ট্রেডে প্রশিক্ষণ।

যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ঢাকা জেলাধীন সাভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে প্রশিক্ষণ।

যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন (০১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত):

ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয়	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত অর্জন	বর্তমান সরকারের অর্জন
০১	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৬১,৭৬,৭০৮ জন	৩০,২৯,৬২৯ জন
০২	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২২,৩৮,৭০৫ জন	৭,২৮,৭০৫ জন
০৩	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,২৯,৭৩৭ জন	২,২৯,৭৩৭ জন
০৪	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,২৭,৪০২ জন	২,২৭,৪০২ জন
০৫	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৯৭৭,৮১.২০ লক্ষ টাকা	১১৪৪,১৯.৯৩ লক্ষ টাকা
০৬	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯,৬২,৪৩৭ জন	২,৫৩,২৯২ জন
০৭	নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	৩২ টি	১৫ টি
০৮	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৬৪ টি	১১ টি
০৯	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ	-	২৯ টি
১০	উপজেলা কার্যালয়ে মোটর সাইকেল বিতরণ	১০৯১ টি	৬১৫ টি
১১	ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	-	৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলা
১২	যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	১৯৭১.৫৫ লক্ষ টাকা	১১৮৩.০০ লক্ষ টাকা
১৩	অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৪,৭৭৪ টি	৬,৭৯৫ টি
১৪	নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৪,২২০ টি	৪,২২০ টি
১৫	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৩৫২ টি	১১,৩৬৬ টি
১৬	যুব পুরস্কার প্রদান	৪৪৫ জন	১৭৩ জন
১৭	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪১৫৬ জন	৩৭ জন
১৮	নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪১৯৩ জন	২৮৯৬ জন
১৯	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৬৫ টি	৩৮২০ টি
২০	পদোন্নতির সংখ্যা	১৬০ জন	৬৯ জন
২১	নিয়োগের সংখ্যা	৫২৮৬ জন	৬০৮ জন

এক নজরে শুরু থেকে জুন' ২০২০ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬১,৭৬,৭০৮ জন
মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	২২,৩৮,৭০৫ জন
মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	১৬৬,৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা
মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১৯,৭৭,৮১.২০ লক্ষ টাকা
মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯,৬২,৪৩৭ জন
মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	২১৫,২৮.৪৫ লক্ষ টাকা
আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৩৮১,৯৫.২৮ লক্ষ টাকা
ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	৯৪.৭৩ %
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,২৯,৭৩৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,২৭,৪০২ জন
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১৭৮৫.৭৬ লক্ষ টাকা
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১২,২৩৮ টি
যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	১৫ কোটি টাকা
অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১৮৫.৭৯ লক্ষ টাকা
অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২৫৩৬ টি
যুবসংগঠন তালিকাভুক্তি	১৮,৩৫২ টি
নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৪২২০ টি
যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	১৭৫ জন
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৪৪৫ জন
কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	১৯ জন
সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	০২ জন
আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা (নির্মাণাধীন ২টিসহ)	৭১ টি
আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

জেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ:

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ ট্রেড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ	ভর্তি ফি	জামানত	প্রশিক্ষণ ভাতা (মাসিক)
০১	গবাদিপশু, হাঁস-মুরগিপালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০৩ মাস	১০০/-	১০০/-	৩,০০০/-
০২	মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়া করণ প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০৩ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
০৩	দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাত করণ প্রশিক্ষণকোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
০৪	চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
০৫	ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
০৬	কৃষি ও হর্টি কালচার প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
০৭	মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
০৮	দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
০৯	মাশরুম ও মৌচাষ প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
১০	ফুলচাষ, পোষ্ট হারভেষ্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
১১	অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বন সাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
১২	নার্সারী ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
১৩	বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	২ সপ্তাহ	১০০/-	-	১৪০০/-(দৈনিক ১০০টাকা হারে)
১৪	কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	২ সপ্তাহ	১০০/-	-	১৪০০/-(দৈনিক ১০০টাকা হারে)
১৫	ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	২ সপ্তাহ	১০০/-	-	১৪০০/-(দৈনিক ১০০টাকা হারে)
১৬	মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১ মাস	১০০/-	-	৩,০০০/-
১৭	সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১ মাস	-	-	পিপিপি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে
১৮	লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১ মাস	-	-	ঐ
১৯	সংক্ষিপ্ত হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১ মাস	-	-	ঐ

জেলা পর্যায়ে পরিচালিত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ:

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ ট্রেড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ	ভর্তি ফি	জামানত	প্রশিক্ষণ ভাতা (মাসিক)
০১	ওভেনসি উইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০২ মাস	-	-	-
০২	ট্যুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ কোর্স	এস,এস,সি	০২ মাস	৫০০/-	-	-
০৩	পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	৩/৬ মাস	১০০/-	-	-
০৪	ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০৪ মাস	৫০/-	-	-
০৫	মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	এইচ,এস,সি	০৬ মাস	৫০০/-	-	-
০৬	মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	৫০/-	-	-
০৭	ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০৩ মাস	৩০০/-	-	-
০৮	সেলস ম্যান শিপ প্রশিক্ষণ কোর্স	এস,এস,সি	০৩ মাস	৫০০/-	-	-
০৯	ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	এস,এস,সি	০২ মাস	৫০০/-	-	-
১০	চামড়া জাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০১ মাস	৫০/-	-	-
১১	ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০২ মাস	৫০/-	-	-
১২	ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষণ কোর্স	এইচ,এস,সি	০১ মাস	১,০০০/-	-	-
১৩	বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০২ মাস	৫০/-	-	-
১৪	স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	০২ মাস	৫০/-	-	-
১৫	ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ কোর্স	এস,এস,সি	০৬ মাস	৩,০০০/-	-	-
১৬	হাউজ কিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	এস,এস,সি	০৬ মাস	৫০০/-	-	-
১৭	বিউটিফিকেশন এন্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১ মাস	১০০/-	-	-
১৮	ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	২১ দিন	১০০/-	-	-
১৯	আরবি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১ মাস	১০০/-	-	-
২০	ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১৪ দিন	১০০/-	-	-
২১	ইনটেরিয়র ডেকোরেশন প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	২১ দিন	১০০/-	-	-
২২	পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	১৪ দিন	১০০/-	-	-
২৩	আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স	৮ম শ্রেণি	৭ দিন	১০০/-	-	-
২৪	গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স	এস,এস,সি	০১ মাস	-	-	-

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যুব ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত আছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এবং জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপি, মাননীয় সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী ও মাস্ক বিতরণ করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি এবং জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপি, মাননীয় সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা।

জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে গাজীপুর শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বৃক্ষরোপন করছেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি।

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহঃ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুবদের ০৭ দিন থেকে ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহঃ

১. পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন ২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন ৩. বাড়ন্ত মুরগি পালন ৪. ছাগল পালন ৫. গরু মোটাতাজাকরণ ৬. পারিবারিক গাভি পালন ৭. পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ওবাজারজাতকরণ ৮. পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ ৯. কবুতর পালন ১০. চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ১১. মৎস্য চাষ ১২. সমন্বিত মৎস্য চাষ ১৩. মৌসুমি মৎস্য চাষ ১৪. মৎস্য পোনা চাষ (ধানীপোনা) ১৫. মৎস্য হ্যাচারি ১৬. প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ ১৭.গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ ১৮. শুটকি তৈরি ও সংরক্ষণ ১৯. বসত বাড়িতে সবজি চাষ ২০. নার্সারি ২১. ফুলচাষ ২২. ফলেরচাষ (লেবু, কলা, পেঁপেইত্যাদি) ২৩. ভার্মি কম্পোষ্ট কেঁচো সার তৈরি ২৪. গাছের কলম তৈরি ২৫. ঔষধি গাছের চাষাবাদ ২৬. ব্লক প্রিন্টিং ২৭. বাটিক প্রিন্টিং ২৮. পোশাকতৈরি ২৯. স্ক্রিনপ্রিন্টিং ৩০. স্প্রেপ্রিন্টিং ৩১. মনিপুরী তাঁত শিল্প ৩২. কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি ৩৩. বাঁশ ও বেতের সামগ্রি তৈরি ৩৪. নকশি কাঁথা তৈরি ৩৫. কারু মোম তৈরি ৩৬. পাটজাত পণ্য তৈরি ৩৭. চামড়াজাত পণ্য তৈরি ৩৮. চাইনিজ ও কনফেকশনারি ৩৯. রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত ৪০. ওয়েল্ডিং ৪১. ফটোগ্রাফিও ৪২. সোলার প্যানেল স্থাপন।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত যুব সংগঠকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহঃ

১. গার্মেন্টস ফিটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২. ট্যুরিস্ট গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩. বাসের সুপার ভাইজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪. ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫. সেলাই এন্ড গার্মেন্টস বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. বাটিক ও ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৭. যুব সংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৮. সমাজ ও গোষ্ঠি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯.যুবকর্ম ও যুব ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০. ডিজিটাল বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ এবং যুবদের সুবিধা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১১. নেতৃত্ব বিকাশ ও যুব সংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২. ট্যুরিষ্ট গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩. অটিজম, ডিজএবিলিটি এবং যুবদের দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৪. ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং উদ্যোগতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৬. অনলাইন আর্নিং (এসইও, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৭. হাউজ কিপিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৮. নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৯. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০. রিসিপশন এবং কাস্টমার সার্ভিসেস বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২১. দেশপ্রেম, মনোভঙ্গি এবং যুব দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২২. স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং যুব দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৩. লাইভস্কীল এন্ড ফ্যামিলি এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৪. স্যানিটেশন এন্ড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৫. অনলাইন আর্নিং (এসইও, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহঃ

১. আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২. নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩. ইন্টারনেট ও ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৪. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৫. ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. ই-ফাইলিং বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৮. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯. আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০. বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ১১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২. বিষয় ভিত্তিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ১৩. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১৪. ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫. ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা জেলাধীন গেন্ডারিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণের আওতায় এমব্রয়োডারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা জেলাধীন খিলগাঁও (সবুজমতি ভবন) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্লক ও বাটিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ঢাকা জেলাধীন সাভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ।

উপসংহার

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুব সমাজকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি, সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে লাগানো ছাড়া কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। যুবদের ক্রমাগত শহরমুখি প্রবণতা রোধকল্পে যুব'দেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপাদনমুখি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। কর্মমুখি ও উৎপাদনমুখি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে। ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'র সার্থক রূপায়ন সম্ভব হবে।

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

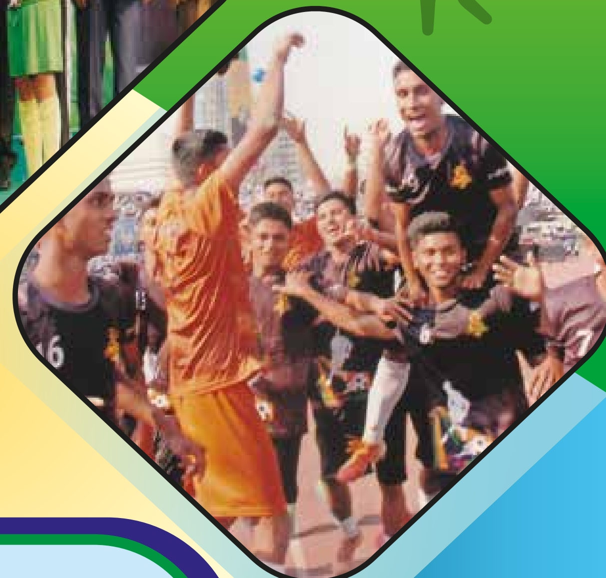

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রীড়া পরিদপ্তর

ক্রীড়া পরিদপ্তর

বিশ্বায়নের যুগে বিস্তৃত ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য চাই সুস্থ দেহ ও মন সম্পন্ন প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ খেলোয়াড় দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন, শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টির পর থেকে শিশু, কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ক্রীড়া কার্যক্রম শুরু হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে (ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিকস, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া এবং গ্রামীণ খেলার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের এ সকল কার্যক্রম দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচি বাস্তবায়িত হয়।

রূপকল্প:

দেশের সকল শিশু, কিশোর ও তরুণ ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে পরিণত হবে।

অভিলক্ষ্য:

তৃণমূল পর্যায়ে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়ার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ এবং সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলির উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।

জনবল:

ক্রীড়া পরিদপ্তরের জনবল ৪৩৭ জন। প্রধান কার্যালয়ে ২২জন কর্মকর্তা/কর্মচারী। এর মধ্যে ৪ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ১৮জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসে প্রতিটিতে ১জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ও ২জন কর্মচারীসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মোট ২২৭জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

➢ বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুল ও কলেজের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) ছাত্র-ছাত্রীসহ তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধন, ক্রীড়া আন্দোলনকে জোরদার ও ক্রীড়ার উন্নতিকল্পে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি মোতাবেক ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে (ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, সাঁতার, কাবাডি, দাবা, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, জিমন্যাস্টিকস, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিকস ও গ্রামীণ খেলা) প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন।

➢ উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে ক্রীড়া কার্যক্রমের পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা, সমন্বয় সাধন এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর এর আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসারগণ স্ব স্ব জেলা ক্রীড়া সংস্থার ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন।

➢ ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) এর আয়োজন:

ক) দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ের অনূর্ধ্ব-১৫ বছরের ছেলেদের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় নিরূপণ।

খ) জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভাগীয় দল গঠন।

গ) ৮টি বিভাগীয় দল নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন।

ঘ) জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান।

➢ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজন:

ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক উপজেলা,জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজন। এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজন।

খ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতীয় পর্যায়ের "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)" আয়োজন।

➢ ক্রীড়া পরিদপ্তর বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন: ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিভাবান (মেয়ে) খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতাবৃদ্ধি ও ফুটবলের মান উন্নয়নের জন্য বীচ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন। দেশে সরকারিভাবে একমাত্র ক্রীড়া পরিদপ্তরই বীচ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে।

➢ প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন: ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

- গ্রামীণ খেলার আয়োজন: ক) তৃণমূল পর্যায়ে ছেলেমেয়েদেরকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা এবং গ্রামীণ খেলার মাধ্যমে নির্মল আনন্দ উপভোগ করার লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলার আয়োজন।
- প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড় অন্বেষণপূর্বক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান: ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড়দের আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা।
- তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান অ্যাথলেট অন্বেষণপূর্বক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান: ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

খ) ক্রীড়া পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জেলার প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের নিয়ে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

গ) জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা।

- তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান সাঁতারু অন্বেষণপূর্বক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান: ক) ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে শিশুদের সাঁতার শেখানো ও সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান: ক) মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে দেশের ক্রীড়া ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণের নিমিত্তে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে সংসদীয় আসন ভিত্তিক ক্রীড়া সরঞ্জাম বরাদ্দ প্রদান।

খ) শিশু, কিশোর ও তরুণদের খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি ও খেলার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের অনুকূলে ক্রীড়া পরিদপ্তর ও জেলা ক্রীড়া অফিস থেকে বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান।

- আর্থিক অনুদান প্রদান: দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া সংগঠন/ক্লাব এর খেলার মাঠ উন্নয়ন, ক্রীড়ার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের অনুকূলে ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে আর্থিক অনুদান প্রদান।
- আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদদের ভাতা প্রদান: আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসমর্থ ক্রীড়াবিদ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের এককালীন ভাতা প্রদান কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে জেলা ক্রীড়া অফিসারগণের দায়িত্ব পালন।
- ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এবং মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড) বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালিন ক্রীড়া পরিদপ্তর সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন।

আর্থিক বরাদ্দ: (হাজার টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৮-২০১৯	২২,৭৩,০০	-
২০১৯-২০২০	২৮,৮২,০০	-
২০২০-২০২১	২৯,৭৫,০০	-

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহ: (হাজার টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৮-২০১৯	৯,৭১,৪৫	-
২০১৯-২০২০	১১,০০,০০	
২০২০-২০২১	১২,১০,০০	-

ক্রীড়া সরঞ্জাম খাতে বরাদ্দ: (হাজার টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৮-২০১৯	৬,৬১,৩৪	-
২০১৯-২০২০	১০,০০,০০	
২০২০-২০২১	১০,০০,০০	-

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম:

ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু, কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের জন্য ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত ক্রীড়া কার্যক্রম বার্ষিক ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী দেশের ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়দের পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর অনূর্ধ্ব-১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খেলাধুলার চর্চা এবং ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবী, জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিকস এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে কার্যকরী ভূমিকা,স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা,মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা পালন, ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের সুবিধাবলী উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি ২০১৯-২০২০ এর মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবলে ১৫১টি, ক্রিকেটে ৭৮টি, হকিতে ২৬টি, ভলিবলে ৯৮টি, হ্যান্ডবলে ৭০টি, দাবাতে ৪৮টি, কাবাডিতে ৫৩টি, সাঁতারে ৭০টি, ব্যাডমিন্টনে ৬৩টি, অ্যাথলেটিকসে ৬৫টি, জিমন্যাস্টিকসে ০১টি, রাগবিতে ০৪টি, টেবিল টেনিসে ০৪টি, গ্রামীণ ক্রীড়ার আয়োজন ৬৪টি ও ৬৪ জেলায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জেলা ক্রীড়া অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ক্রীড়া কমসূচির পরিসংখ্যান:

বিষয়	ক্রীড়া কার্যক্রমের সংখ্যা
ফুটবল	১৫১
ক্রিকেট	৭৮
ভলিবল	৯৮
হকি	২৬
হ্যান্ডবল	৭০
দাবা	৪৮
কাবাডি	৫৩
সাঁতার	৭০
ব্যাডমিন্টন	৬৩
অ্যাথলেটিকস	৬৫
জিমন্যাস্টিকস	০১
রাগবি	০৪
টেবিল টেনিস	০৪
গ্রামীণ ক্রীড়ার আয়োজন	৬৪
অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়ার আয়োজন	৬৪
মোট	৮৫৯টি

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল এর পরিসংখ্যান:

অর্থবছর	জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণ প্রদান
২০১৫-২০১৬	২৫৮০ জন	১৮৯ জন	১১২জন	৩৫ জন	৩৫ জন
২০১৬-২০১৭	২৮৮০ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৯ জন
২০১৭-২০১৮	৩০১০ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৮ জন
২০১৮-২০১৯	৩০১৫ জন	২৬০ জন	১১২ জন	৪০ জন	৩৯ জন
২০১৯-২০২০	৩০২৫ জন	-	-	৩২০ জন	-

গ্রামীণ খেলায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা:

অর্থবছর	জেলার সংখ্যা	খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৫-২০১৬	৬৪	১৫৪০০
২০১৬-২০১৭	৬৪	১৬০০০
২০১৭-২০১৮	৬৪	১৬৯০০
২০১৮-২০১৯	৬৪	১৭৩০০
২০১৯-২০২০	৬৪	১৭৬০০

মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ: ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মত মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত ৫৫ জন প্রতিভাবান মহিলা হকি খেলোয়াড়দেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরেও দ্বিতীয়বার মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর উক্ত ৬০ জন হকি খেলোয়াড়কে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আবাসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফসল হিসেবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এই প্রথমবারের মত এ এইচ এফ কাপ জুনিয়র ওমেন্স হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যা বাংলাদেশ নরী হকির জন্য একটি ইতিহাস।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভিডিও রেফারেন্স এর মাধ্যমে ৩০ জন নারী হকি খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ ও হকি কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়।

মহিলা হকির উন্নত আবাসিক প্রশিক্ষণ:

অর্থবছর	খেলোয়াড়ের সংখ্যা	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৬-২০১৭	৫৫ জন	২৩ জন
২০১৭-২০১৮	৬০ জন	৩২ জন
২০১৮-২০১৯	৬০ জন	৩৫ জন
২০১৯-২০২০	ভিডিও রেফারেন্সের মাধ্যমে	৩০ জন

অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রিকেট কার্নিভ্যাল, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ক্রীড়া পরিদপ্তর। এছাড়া যশোর ও বরিশাল জেলায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য ওয়ার্কশপ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও বোচিসহ তাদের উপযোগী খেলার আয়োজন করা হয়।

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ:

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাভূক্ত দেশের ৬ টি বিভাগে ৬ টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে।

উক্ত শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী যুব ও যুব মহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্য এক বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২০১৮ সালে ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বিপিএড ডিগ্রী লাভ করে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে। দেশের ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে ২০২০ সালে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ও ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে ৪৭২ শিক্ষার্থী সফলতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন।

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

ফুটবলঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব১৭)-২০১৮ হতে প্রতিভাবান ৩৫ জন খেলোয়াড়কে বিকেএসপিতে ৩মাসের আবসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সেখান থেকে ৪জন খেলোয়াড়কে এক মাসের জন্য ব্রাজিলে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) -২০১৯ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ আয়োজনের মাধ্যমে ৪০জন বালক ও ৪২ জন বলিকা প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় বাছাই করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

হকিঃ ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে দেশে প্রথমবারের মত মেয়েদের আবাসিক হকি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৫জন মহিলা হকি খেলোয়াড়কে আবাসিক ভাবে রেখে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর ২০১৭-১৮ অর্থবছর ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরেও মেয়েদের আবসিক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফসল হিসেবে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এই প্রথমবারের মত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এ এইচ এফ কাপ জুনিয়র ওমেন্স হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যা বাংলাদেশ হকি জন্য একটি ইতিহাস।

ক্রিকেটঃ ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিস, ঢাকা এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত তেজগাঁও সরকারি শিশুপরিবারের মেয়ে শিশুদের ধারবাহিক ক্রিকেট প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোড আয়োজিত বাছাই লীগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

রাগবিঃ ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া অফিসের রাগবি কর্মসূচির মাধ্যমে তৈরী হওয়া ৯ জন মহিলা রাগবি খেলোয়াড় ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান রাগবি সেভেন ওমেন্স টুর্নামেন্ট-২০১৯ এ অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। উক্ত বাংলাদেশ মহিলা রাগবি দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব ফেরদৌস আলম, জেলা ক্রীড়া অফিসার, রংপুর।

টেবিল টেনিসঃ ক্রীড়া পরিদপ্তরে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় জেলা ক্রীড়া অফিস, নড়াইল ও মাগুরা জেলার খেলোয়াড়রা বয়সভিত্তিক খেলোয় সাফল্য দেখিয়েছে। জেলা ক্রীড়া অফিস, নড়াইল এর টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তৈরী হওয়া খেলোয়াড় অনিকা বসু এখন বিকেএসপিতে অধ্যায়নরত থেকে বঙ্গবন্ধু সাউথ এশিয়ান জুনিয়র ও ক্যাডেট চ্যম্পিয়নশীপ এর আবাসিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে।

সাঁতারঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়াসূচিতে সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাধ্যতামূল করে শিশুদের সাঁতার শেখানো ও তাদেরকে সঁতার প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। এর ফলে এ কার্যকমের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৬০০ জন শিশুকে সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিভান সাঁতারুদের নিয়ে ক্রীড়া পরিদপ্তর জাতীয় জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

অ্যাথলেটিকস: ক্রীড়া পরিদপ্তর জেলা ক্রীড়া অফিসের বর্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ফলে স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযেগিতায় অংশগ্রহণকারী সিংহভাগ খেলোয়াড় ও সাফল্যলাভ কারী সকল খেলোয়াড়ই ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া কর্মসূচি মাধ্যমে উঠে আসা।

ইনোভেটিভ আইডিয়া: করোনাকালীণ সময়ে খেলোয়াড়দেরকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ২০২০ সালের জুন মাসে ক্রীড়া পরিদপ্তর দুটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়- **(ক)** ক্রীড়া পরিদপ্তর ভিডিও রেফারেন্স এর মাধ্যমে হকির কৌশল শেখানোর জন্য একটি ইনোভেটিভ আইডিয়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উক্ত ইনোভেটিভ আইডিয়া অনুয়ায়ী ২০২০ সালের জুন মাসে ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে হকির Tricks and Skill এর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সারাদেশে বয়স ভিত্তিক ছেলেদের ৩টি গ্রুপ ও মেয়েদের ৩টি গ্রুপে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। Facebook এর মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। Facebook Messenger এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগীরা তাদের কৌশল ভিডিও করে প্রেরণ করে। ৩জন বিচারক প্রাপ্ত ভিডিও দেখে ১০০ নম্বরের মধ্যে নম্বর প্রদান করে বিজয়ীদের মনোনীত করেন। যে যে জেলার প্রতিযোগী বিজয়ী হয় সেই সেই জেলার জেলা ক্রীড়া অফিসারের মাধ্যমে তাদের পুরস্কার প্রদান করি। ফলে তারা অনেকটা ঘরে বসেই তাদের কাঙ্খিত পুরস্কার পেয়ে যায়।

(খ) ক্রীড়া পরিদপ্তর এ এইচ এফ কাপ জুনিয়র ওমেন্স হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মেয়েসহ নারী হকি খেলোয়াড়দের জন্য ভিডিও রেফারেন্সের মাধ্যমে ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টে নেয়ার ব্যবস্থা করে। মোট ২২ জন মেয়ে Facebook Messenger এর মাধ্যমে তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় মহিলা দলের ফিজিও কে দিয়ে উক্ত ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টর মূল্যায়ণ করে এবং তাদেরকে ভালো-মধ্যম ও চলতি মান এই তিনটি ভাগে মূল্যায়িত করে Facebook Messenger এর মাধ্যমে খেলোয়াড়দেকে ফিটনেস এর উন্নতির পরমর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য বিকেএসপির সাবেক চীফ কোচ জনাব কাওসার আলী ও হকি ফেডারেশনের কোচ জনাব হাসান রনি। সাথে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ তারিকুজ্জামান আলোচনা করছেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এর ঢাকা বিভাগ বনাম খুলনা বিভাগের মধ্যকার ফাইনাল খেলার দৃশ্য।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এর ঢাকা বিভাগ বনাম খুলনা বিভাগের মধ্যকার ফাইনাল খেলার দৃশ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ সংবাদ সম্মেলন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এর চ্যাম্পিয়ন খুলনা বিভাগের খেলোয়াড়দের বিজয় উল্লাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)- ২০১৯ এর চ্যাম্পিয়ন বরিশাল বিভাগের খেলোয়াড়দের বিজয় উল্লাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০১৯ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)- ২০১৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ উদ্বোধন করছেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আখতার হোসেন, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

জেলা ক্রীড়া অফিস, ঢাকা আয়োজিত সাভার উপজেলায় অনুষ্ঠিত কাবাডি প্রতিযোগিতার দৃশ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাইনাল খেলায় উপস্থিত খেলোয়াড়, দর্শক ও কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এর সেরা খেলোয়াড় খুলনা বিভাগের উন্নতি খাতুনকে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার প্রদান করছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এর চ্যাম্পিয়ন বরিশাল বিভাগের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদেকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও প্রাইজমানি প্রদান করছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট,বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)- ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

জেলা ক্রীড়া অফিস, ঢাকা আয়োজিত অটিস্টিক শিশুদের ব্যাডমিন্টন খেলার দৃশ্য।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-২০১৯ এর চ্যাম্পিয়ন দলের খুলনা বিভাগের বিজয়ীদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঐতিহ্যবাহী গ্রামীন খেলাসহ অন্যান্য খেলার দৃশ্য

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

ভূমিকা:

১৯৭৪ সনের ৫৭নং আইন বলে গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনের সুবিস্তৃত কাঠামোতে এই পরিষদ সরকার ও স্বেচ্ছাধর্মী বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। পরিষদ দেশে বিভিন্ন ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের বাইরে গমনের জন্য সকল ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের সরকারী অনুমোদনের ব্যবস্থাও পরিষদ করে থাকে।

পরিষদ ঢাকা শহরের বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুরস্থ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্স, তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, ধানমন্ডিস্থ ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়াম, মিরপুরস্থ ক্রীড়াপল্লী, ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন আইভি রহমান সুইমিংপুল, প্রধান ভবনসহ ২০ তলা বিশিষ্ট এনএসসি টাওয়ার ভবন এবং আরো কয়েকটি ক্রীড়া চত্বর ও ভৌত সুবিধাদি সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা পরিষদের অনুমতিক্রমে এ সকল ভৌত সুবিধাদি ক্রীড়া কর্মকান্ডে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। এছাড়াও বর্তমান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ১৪জন অভিজ্ঞ ক্রীড়া প্রশিক্ষক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ টাওয়ার

২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী (প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি/সংগঠনের সর্বমোট সংখ্যা ১৫৮ জন):

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এর একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপ:

সাধারণ পরিষদ			
১	চেয়ারম্যান	-	চেয়ারম্যান
২	ভাইস-চেয়ারম্যান	-	সদস্য
৩	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৫	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		সদস্য
৭	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		সদস্য
৮	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়		সদস্য
৯	সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়		সদস্য
১০	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		সদস্য
১১	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		সদস্য
১২	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়		সদস্য
১৩	সচিব, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়		সদস্য
১৪	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		সদস্য
১৫	সভাপতি, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন		সদস্য
১৬	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		সদস্য
১৭	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর		সদস্য
১৮	জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক		সদস্য
১৯	সকল বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহের একজন করিয়া প্রতিনিধি, যাহারা স্ব-স্ব সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইবেন		সদস্য
২০	সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি		সদস্য
২১	বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
২২	নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৩	বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি - সদস্য		
২৪	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি - সদস্য		
২৫	আনসার ও ভিডিপি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি		সদস্য
২৬	আন্তঃবাহীনি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের একজন প্রতিনিধি		সদস্য
২৭	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি		সদস্য
২৮	সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ, যাহাদের মধ্যে একজন ক্রীড়া সংগঠক ও একজন মহিলা হইবেন		সদস্য
২৯	কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		সদস্য
৩০	পরিচালক (সকল), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		সদস্য

৩। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি সংখ্যা মোট ২২ জনঃ

১	চেয়ারম্যান	-	সভাপতি
২	ভাইস চেয়ারম্যান		সহ-সভাপতি
৩	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়		সদস্য
৪	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়		সদস্য
৫	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়		সদস্য
৬	সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়		সদস্য
৭	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		সদস্য
৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		সদস্য
৯	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর		সদস্য
১০	বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বা তদকর্তৃক মনোনীত কোনো প্রতিনিধি		সদস্য
১১	সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন		সদস্য
১২	সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড		সদস্য
১৩	সভাপতি, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন		সদস্য
১৪	সভাপতি, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন		সদস্য
১৫	সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন		সদস্য
১৬	সভাপতি, বাংলাদেশ শ্যুটিং ফেডারেশন		সদস্য
১৭	সভাপতি, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন		সদস্য
১৮	জনাব হারুন-উর রশীদ, সাবেক এমপি		সদস্য
১৯	জনাব বাদল রায়, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক		সদস্য
২০	মিসেস কামরুন নাহার হীরু, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক		সদস্য
২১	কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		সদস্য
২২	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		সদস্য-সচিব

এ ছাড়াও পরিষদ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সরকার কর্তৃক কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ/মনোনীত করা হয়। সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কাউন্সিল (পরিষদ) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৪। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলীঃ

(১) দেশের ক্রীড়া উন্নয়ন এবং ক্রীড়া কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন

(২) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ক্রীড়া সংস্থার প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

(৩) স্টেডিয়াম, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ এবং প্রশিক্ষণ অনুশীলন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(৪) ক্রীড়াক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক, রেফারি, ফিজিও, পুষ্টিবিদ ও ক্রীড়া চিকিৎসকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতি প্রদান;

(৬) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা বা অন্য কোন ক্রীড়া সংস্থার জন্য আর্দশ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন;

(৭) ক্রীড়া কর্মকান্ডের জন্য জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান এবং স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল ও ব্যায়ামাগার নির্মাণের জন্য সহায়তা প্রদান ও উহাদের নিরীক্ষিত হিসাবের প্রতিবেদন তলব, পরীক্ষা ও যাচাই বাছাইকরণ;

(৮) বাংলাদেশ জাতীয় ঐতিহ্য ও এতদঞ্চলের অধিবাসীদের যাপিত জীবনের বিবর্তনের ধারা বহনকারী হিসাবে লোকজ ক্রীড়া চর্চা ও উহার পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহির্বিশ্বে উহার প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন প্রীতি ও প্রতিযোগিতামূলক আসরের অনুমোদন;

(৯) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন, ফেডারেশন বা অনুরূপ কোনো সমিতিতে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভুক্তি বিবেচনা ও অনুমোদন;

(১০) বিদেশগামী ক্রীড়াদল এবং সহগামী কর্মচারীগণের তালিকা অনুমোদন;

(১১) ক্রীড়া ও ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;

(১২) অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;

(১৩) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরষ্কার প্রদান;

(১৪) সরকার কর্তৃক, সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সর্বমোট জনবল:

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	৩৯৩ জন
অস্থায়ী পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১৩২ জন
সংরক্ষিত	-	০১ জন
প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	২৬ জন
ওয়ার্কচার্জড (কার্যভিত্তিক) কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	২১৪ জন
সর্বমোট	=	৭৬৬ জন

উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০০৩ সালে সরকারীভাবে (বিধিগতভাবে) পেনশন প্রথা চালু হয়েছে। সারা দেশে খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলাধুলাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পরিষদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ও চাকরিবিধি ১৯৯৫ সরকারী সিদ্ধান্তনুযায়ী (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী) যুগপোযোগী করার কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বর্তমান জনবলের অতিরিক্ত আরও ৬০২ (ছয়শত দুই) জন জনবলের প্রয়োজন হবে। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো ও চাকরিবিধি অনুমোদিত হলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার ক্রমবিকাশ ও মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

৬। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের 'ক্রীড়া জগত' পাক্ষিক পত্রিকা:

ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরী, দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্রীড়া দলের অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও পরিষদ ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই থেকে "ক্রীড়াজগত" নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করে আসছে। পাক্ষিক ক্রীড়াজগত এ দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্রীড়াঙ্গনের সুখ-দুঃখের নীরব সহচর পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' এ দেশের ক্রীড়া ইতহিাসের অংশ হয় উঠেছে। কেননা, 'ক্রীড়াজগত' এখন শুধু একটি পত্রিকা নয়- দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোন তথ্য, ছবি ও রেকর্ডসের জন্য নির্ভরযোগ্য অবলম্বন 'ক্রীড়াজগত'। অতীতের অনেক খেলোয়াড় ও সংগঠক বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু 'ক্রীড়াজগত' তাদের কৃতিত্ব, গৌরবগাঁথা ও স্মৃতিকে মুছে যেতে দেয়নি। এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় কর্মকান্ড 'ক্রীড়াজগত'-এর পাতায় পাতায় প্রতিফলিত। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে 'ক্রীড়াজগত' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সর্বোপরি, পাঠকনন্দিত পত্রিকা হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' সর্বমহলে নিজের আসন গড়ে নিয়েছে।

ক্রীড়াজগত' প্রকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

১। দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়ন।

২। চিত্ত-বিনোদনের অভাব পুরণ এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা।

৩। দেশের কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা।

৪। দেশের খেলাধুলার প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণ ও তা সমাধানে গঠনমূলক আলোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।

৫। 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় তথ্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ছবি ও রেকর্ডস সংরক্ষণ।

৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সেবামূলক খাত হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' প্রকাশ।

৭। দেশের খেলোয়াড় ও সংগঠকদের পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি।

৮। খেলাধুলার আইন-কানুন তুলে ধরা।

৯। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।

১০। খেলাধুলার মাধ্যমে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, সে বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা।

১১। ক্রীড়াক্ষেত্রে গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা।

১২। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করা।

জাতীয় বীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্মরণে
তাঁর নাম অনুসারে ২০১৩ সালে টঙ্গীতে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে।

শহীদ বরকত স্টেডিয়াম, গাজীপুর

৭। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ যাবত বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনসহ নিম্নবর্ণিত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে:

১। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।
২। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
৩। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।
৪। বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন।
৫। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন।
৬। জাতীয় শ্যুটিং ফেডারেশন-বাংলাদেশ।
৭। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন।
৮। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন।
৯। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন।
১০। বাংলাদেশ ভারত্তোলন ফেডারেশন।
১১। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন।
১২। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন।
১৩। বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন।
১৪। বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন।
১৫। বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।
১৬। বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন।
১৭। বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন।
১৮। বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন।
১৯। বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন।
২০। বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন।
২১। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন।
২২। ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ।
২৩। বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন।
২৪। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন।
২৫। বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন।
২৬। বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন।
২৭। বাংলাদেশ উশু অ্যাসোসিয়েশন।
২৮। বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন।
২৯। বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন।
৩০। বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন।
৩১। বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশন।
৩২। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র্যাকেট ফেডারেশন।
৩৩। বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন।
৩৪। বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা।
৩৫। বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশন।
৩৬। বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন।
৩৭। বাংলাদেশ রাগবি ইউনিয়ন।
৩৮। বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন।
৩৯। বাঁশাআপ অ্যাসোসিয়েশন।
৪০। বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশন।
৪১। বাংলাদেশ ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন।
৪২। বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল অ্যাসোসিয়েশন।
৪৩। বাংলাদেশ কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন।
৪৪। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানদো অ্যাসোসিয়েশন।
৪৫। বাংলাদেশ ব্যুত্থান অ্যাসোসিয়েশন।
৪৬। বাংলাদেশ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন।
৪৭। বাংলাদেশ সার্ফিং অ্যাসোসিয়েশন।
৪৮। বাংলাদেশ ইয়োগা অ্যাসোসিয়েশন।
৪৯। বাংলাদেশ সেপাক টাকরো অ্যাসোসিয়েশন।
৫০। বাংলাদেশ চুকবল অ্যাসোসিয়েশন।
৫১। বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন।
৫২। বাংলাদেশ থ্রোবল অ্যাসোসিয়েশন।
৫৩। বাংলাদেশ জুজুৎসু অ্যাসোসিয়েশন।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম:

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ১৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ৯৬০২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৬১৮৫.৬৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত ও ৬০৫৬.০৯ লক্ষ ব্যয় হয়েছে। ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্পের কাজ জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। ৯টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরুপ:

ক্র. নং.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	নাটোর ও গাইবান্ধা জেলায় ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।	১৪৩৮.৯৭	ডিসেম্বর ২০১৯ এ গাইবান্ধা ইনডোর স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২	বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাড: আব্দুল হাকিম স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, জামালপুর এর উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৪৩৯৬.০০	জুন ২০২০ এ প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।
৩	শেরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৪১২৭.০০	জুন ২০২০ এ প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।
৪	মুন্সীগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম এবং বিদ্যমান সুইমিংপুলের অধিকতর উন্নয়নসহ ইনডোর স্টেডিয়াম ও টেনিস কোর্ট নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।	২০৬৬.০০	ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।
৫	সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়াম উন্নয়নসহ জাতির পিতার মুর‌্যাল স্থাপন প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	৩৮৬৮.০০	জুন ২০২০ এ প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।
৬	নেত্রকোণা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম, খেলোয়াড়দের জন্য ডরমিটরি ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান টেনিস কমপ্লেক্সের উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।	২৪৭২.০০	জুন ২০২০ এ প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে।
৭	ঢাকাস্থ পল্টন কাবাডি ও ভলিবল স্টেডিয়ামের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।	২২১২.২৪	জুন ২০২০ পর্যন্ত ১২৭৮.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%।
৮	ফরিদপুর জেলাস্থ ভাংগা উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।	১৩৯৬.৫৮	জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০০৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ৭৮%।
৯	মুন্সীগঞ্জ জেলাস্থ শ্রীনগর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং দিনাজপুর জেলাস্থ পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এর উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	১১৯৩.২৯	জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭৪৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ৭৬%।
১০	ঢাকাস্থ ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	১০৪৭.৩৪	জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ৭৩%
১১	ঢাকাস্থ কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	১৫৮৯.৩৪	জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ৭৩%।

ক্র. নং.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১২	ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	৯৮৩৬.২৭	জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ১% । পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের পূর্ত কাজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৩	কক্সবাজার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	২১৩২.৭১	জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ৫% ।
১৪	কক্সবাজার জেলায় শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি প্রকল্প।	জানুয়ারী ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	৪৩৮.০০	জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ১% ।
১৫	রংপুর জেলা স্টেডিয়ামে আধুনিক মিডিয়া সেন্টার ও ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণসহ অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	৪১১৮.৪৮	জুন ২০২০ পর্যন্ত ০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব অগ্রগতি ০.৫০% প্রকল্পের পূর্ত কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

৯। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব উৎস হতে আয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণী (অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০):

ক্র. নং.	প্রাপ্তির খাতসমূহ	প্রাপ্ত টাকা (২০১৮-১৯)	প্রাপ্ত টাকা (২০১৯-২০)	মন্তব্য
১	গেট মানি ১৫%	৩০,০০,০০০.০০	-	
২	দোকান ভাড়া	৬,২৬,৪৩,৯৯২.২৫	৬,৩৯,৪২,০৫৮.১০	
৩	এন এস সি টাওয়ারের ফ্লোর ভাড়া	৫,৮০,৬৬,৭১৮.৭০	৩,৯৬,৪৩,২২২.০০	
৪	এনএসসি টাওয়ারের জ্বালানী	২,৪৪,৫১৫.০০	৭৭,৭২৫.০০	
৫	পানির বিল	-	৪,৮২,৪৩১.৯২	
৬	পূর্নবন্টন/হস্তান্তর ফি	৬৩,৭৬,৫৫৭.০০	৭৫,০৯,৭২৬.০০	
৭	ডোনেশন/সেলামী	৩,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	
৮	বাথরুম ইজারা	২৬,৪৫,৯০০.০০	২২,৮৮,৯৬০.০০	
৯	কারপার্ক ইজারা	৪৮,২৫,০০০.০০	৫৬,৫৯,৫০০.০০	
১০	বিজ্ঞাপন	-	১,৮০,০০০.০০	
১১	ক্রীড়া জগত পত্রিকা বিক্রয়	১,২৯,৩৪১.০০	১,৬২,৫৯৮.০০	

ক্র. নং.	প্রাপ্তির খাতসমূহ	প্রাপ্ত টাকা (২০১৮-১৯)	প্রাপ্ত টাকা (২০১৯-২০)	মন্তব্য
১২	ক্রীড়া জগত বিজ্ঞাপন	৩,৩৮,১৩৮.০০	২,৬৯,০২৫.০০	
১৩	ঠিকাদার তালিকাভূক্ত/নবায়ন ফি/নির্বাচনীয় ফরম বিক্রয়	৮,৯৪,৮০০.০০	২,৯৯,০৬৬.০০	
১৪	ঠিকাদার ফরম বিক্রয়	১,০০,০০০.০০	৫,৫০০.০০	
১৫	দরপত্র বিক্রয়	৪,২৪,০০০.০০	৩,৩৩,৫০০.০০	
১৬	হলরুম/মাঠ/গাড়ী ভাড়া/হোস্টেল সিট ভাড়া	৭৬,৬০,৫২২.০০	৩৩,৩৫,৩৪০.০০	
১৭	উৎসে কর	৩,৮১,৩৫৮.০০	১০,০১,২৮৬.০০	
১৮	ভ্যাট	৩২,২৭,১১৮.৫০	১৭,৮০,৫৩১.০০	
১৯	অগ্রিম সমন্বয়	৯,২০০.০০	-	
২০	ঋণ অগ্রীম সমন্বয় কর্মকর্তা/কর্মচারী	৭৯,৭১,৬৮৩.৩৩	৮৯,৩৬,৬৪৩.৫০	
২১	অকেজো মালামাল বিক্রি	৫৬,৯৫০.০০	-	
২২	বিবিধ/অন্যান্য	৩,৪২,৫৬,৬৯৫.৮২	২,২৭,৮৯,৬২০.৪০	
২৩	বিদ্যুৎ বিল	৪,৩৫,৩০,১১৩.০০	৩,৯১,৫৯,৬০৪.০০	
	মোট টাকা আদায় =	২৩,৭১,৩২,৬০৩.০০	১৯,৮০,০৬,৩৩৬.৯২	

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অনুদান প্রাপ্ত দুঃস্থ ও অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ এবং বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের নামঃ

০১। জনাব পারভীন আক্তার পান্না, সাবেক সাইক্লিং খেলোয়াড়।
০২। সৈয়দ তাশদীদ হাসান, জাতীয় বডিবিল্ডার্স।
০৩। জনাব আনোয়ার হোসেন, জাতীয় বডিবিল্ডার্স।
০৪। জনাব আরজুমান আক্তার সুথি, অ্যাথলেটিক্স খেলোয়াড়।
০৫। জনাব সাবরীনা সুলতানা, সাবেক জাতীয় শ্যুটার।
০৬। জনাব মোশাররফ হোসেন রুবেল, ক্রিকেট খেলোয়াড়।
০৭। জনাব মোঃ আমিনুর ইসলাম, টুঙ্গীপাড়া , গোপালগঞ্জ।
০৮। জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সহকারী প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন।
০৯। জনাব মোঃ নুরুন্নাহার বেগম, শাহজানপুর, বসুড়া।
১০। জনাব মোঃ জিলানী আহমেদ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র।
১১। জনাব আজহারুল ফায়েজ ভূইয়া, শিবপুর, নরসিংদী।
১২। জনাব আশরাফুল ইসলাম শিশু, সাবেক জাতীয় হকি খেলোয়াড়।
১৩। জনাব মোঃ শামসুজ্জামান, প্রাক্তন জুডো ও কারাতে খেলোড়ার, রাজশাহী।
১৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, সদস্য, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল।
১৫। জনাব মোঃ জিলকারীন আল মামুন, মিরপুর।
১৬। জনাব সুবাস চাকলাদার বিপ্লব, নেত্রকোনা।

১৭। জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন কালু, কুষ্টিয়া।

১৮। জনাব পবিত্র কুমার মজুমদার, ভোলা।

১৯। জনাব মোঃ শহীদ হোসেন, ফরিদাবাদ।

২০। জনাব জি এম হাসান ই সালাম বাবুল, কাবাডি খেলোয়ার।

২১। জনাব আঃ ছালাম, বরিশাল।

২২। কাজী আহসান উল্লাহ, ফার্মগেট ঢাকা।

২৩। জনাব মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী পরিচালক ডিজ্যাবিলিটি, ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম।

২৪। জনাব মোঃ শাহ আলম, গাজীপুর।

২৫। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি।

২৬। স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন।

২৭। বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট কমিউনিটি।

২৮। করোনা ভাইরাসের কারনে ১০০ জন ক্রীড়াবিদ প্রত্যেককে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

২৯। এছাড়াও স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রতি মাসে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়।

৩০। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রতি অর্থবছর ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ০৪ কিস্তিতে অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩১। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে ১৬৫টি ক্লাব-প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স এর জিমন্যাসিয়াম।

২০১৯-২০২০ সালের অর্জিত আন্তর্জাতিক সাফল্য:

০১। ০১-১৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে অনুষ্ঠিত আইসিসি বিশ্বকাপ আন্তর্জাতিক ওয়ান্ডে ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২১ রানে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ-কে ৭ উইকেটে এবং আফগানিস্তান-কে ৬২ রানে জয় লাভ করেন।

০২। ১০-১৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়ান সিটিজ দলগত দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ এ বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ সিটি রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

০৩। ২২ জুলাই হতে ১১ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ভারত, ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ান্ডে ক্রিকেট আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

০৪। ২৬-২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান ইয়োগাসান স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশীপ -২০১৯ এ বাংলাদেশ ইয়োগা দল (বালক-বালিকা) ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ২টি তাম্র পদক অর্জ করেন।

০৫। ২৬-২৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত চীনের হার্বিনে অনুষ্ঠিত ৫৩তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং এন্ড ফিটনেস চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ মেন্স ক্লাসিক বডিবিল্ডিং ১৭১ সে.মি. ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের আনোয়ার হোসেন তামীম রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের ডরমিটরি ভবন।

০৬। ২২-২৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত কামিৎসুমা ওকোকাই আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কারাতে দল (পুরুষ-মহিলা) ১৩টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ৩টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

০৭। ২৫ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ ভারতের মুর্শীদাবাদে অনুষ্ঠিত দূরপাল্লা সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাঁতারু জনাব ফয়সাল ১৯ কি.মি.-এ তাম্র পদক এবং ১৯ কি.মি.-এ মহিলা সাঁতারু রোমানা রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

০৮। ৩১ আগস্ট হতে ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি-২০ মহিলা বিশ্বকাপ এর বাছাই পর্বে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

০৯। ০৪-১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ওয়েস্টার্ণ এশিয়ান ইয়ুথ এন্ড জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা অনূর্ধ্ব-৯ এ বাংলাদেশের দাবারু ওয়ারসিয়া খুশবু রৌপ্য পদক অর্জন করেন।

১০। ০৫-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ যুব এশিয়া ক্রিকেট কাপে বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দল রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১১। ০৮-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং আরচ্যারী টুর্ণামেন্টে, স্টেজ-৩ এ রিকার্ভ এককে বাংলাদেশের আরচ্যার রোমান সানা স্বর্ণ পদক এবং রিকার্ভ মিক্স'ড ডাবলসে বিউটি রায় ও রোমান সানা তাম্র পদক অর্জন করেন এবং রিকার্ভ দলগত ইভেন্টে রোমান সানা, তামিমুল ও রুবেল রৌপ্য অর্জন করেন।

১২। ১০-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সেম্বো রেফারী সেমিনার এবং এশিয়ান সেম্বো চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ এ মোঃ মাহমুদুল কবির মুন্না তাম্র পদক, মোঃ রাব্বি হোসেন তাম্র পদক এবং শাহা আলী কবির রাফি তাম্র পদক অর্জন করেন।

১৩। ১২-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান সাম্বো চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ এ বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট দল ৩টি তাম্র পদক অর্জন করেন।

১৪। ১৩-২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ভারতে অনুষ্ঠিত লেকসিটি আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার র‍্যাপিড দাবা টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশের দাবারু মাস্টার জিয়াউর রহমান তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

১৫। ১৩-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে ও আফগানিস্তান এর মধ্যে ত্রিদেশীয় টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যৌথ ভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

১৬। ২০-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নেপালে অনুষ্ঠিত 'সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

১৭। ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ০৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বনাম ভূটান এর মধ্যে ফিফা আন্তর্জাতিক টায়ার-১ প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বাংলাদেশ ফুটবল দল ২টি ম্যাচেই জয় লাভ করে।

১৮। ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ১৪ অক্টেবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের সাথে নিউজির‍্যান্ড অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের মধ্যে ৫টি ওয়ান-ডে ম্যাচে বাংলাদেশ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ৪-১ সিরিজ জয় করার গৌরব অর্জন করে।

১৯। ১৪-২২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ভারতে পার্টনায় অনুষ্ঠিত চার দলীয় মহিলা টি-২০ ক্রিকেট সিরিজে ভারত মহিলা ক্রিকেট দলকে ১৪ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

ধানমন্ডি সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে চলমান ভলিবল কোর্ট এর উন্নয়ন কাজ।

২০। ১৭ জানুয়ারি হতে ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত আসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত ক্রিকেট দলকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২১। ২২ ফেব্রুয়ারি হতে ১১ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশের মধ্যে ১টি টেষ্ট ম্যাচ, ৩টি ওয়ান ডে এবং ২টি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টেষ্টে জয় লাভ করে। ১ম ওয়ানডে ম্যাচে ১৬৯ রানে, ২য় টাতে ৪ রানে, ৩য় ম্যাচে ১২০ রানে হারিয়ে ৩-০ হোয়াইট ওয়াশ করে এবং ১ম টি-২০ তে ৪৮ রানে, ২য় টি-২০ তে ৯ উইকেটে ২-০ হোয়াইট ওয়াশ করার গৌরব অর্জন করে।

২০১৯-২০২০ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা:

০১। ০৯-১৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত এশিয়ান সিটিজ দলগত দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০২। ০১-২৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ 'এ' ক্রিকেট দল এবং আফগানিস্তান 'এ' ক্রিকেট দলের মধ্যে ২টি চারদিনের ক্রিকেট ম্যাচ এবং ৫টি একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৩। ১৯ আগস্ট হতে ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত শ্রীলংকা ইমার্জিং ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ এইচপি ক্রিকেট দলের মধ্যে ৩টি ওয়ান-ডে এবং ২টি চারদিনের টেষ্ট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৪। ০৫-০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মধ্যে ১টি টেস্ট ক্রিকেট আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৫। ১৩-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে ও আফগানিস্তান এর মধ্যে ত্রিদেশীয় টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৬। ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ০৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বনাম ভূটান এর মধ্যে ফিফা আন্তর্জাতিক টায়ার-১ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৭। ০২-১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারত মহিলা 'এ' ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ মহিলা 'এ' ক্রিকেট দলের মধ্যে ৩টি ওয়ান-ডে ও ৩টি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৮। ০৮-১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বনাম ওমানের এর মধ্যে ওয়াল্টন অনূর্ধ্ব-২১ হকি টেস্ট সিরিজ-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

০৯। ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ বনাম কাতারের মধ্যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কাতার ২০২২ ও এএফসি এশিয়ান কাপ চায়না-২০২৩ এর প্রিলিমিয়ারী জয়েন্ট কোয়ালিফিকেশন রাউন-২ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১০। ১৬-২০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ইউরেফা এ্যাসিস্ট অনূর্ধ্ব-১৬ ডেভেলপমেন্ট ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১১। ২৩ অক্টোবর হতে ২৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বনাম শ্রীলংকার মধ্যে ২টি চারদিনের ক্রিকেট ম্যাচ এবং ৫টি যুব একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১২। ০৯-১৪ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গমাতা এশিয়ান সিনিয়র ওমেন্স সেন্ট্রাল জোন ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩। ১২-২৪ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ‘ইমার্জিং টিম এশিয়া কাপ বাংলাদেশ-২০১৯’ ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। (শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, ওমান, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে)

১৪। ২৫ নভেম্বর হতে ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ১ম সার্ক দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫। ১০-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ইউনেক্স-সানরাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ ব্যাডমিন্টন-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৭-২২ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ইউনেক্স-সানরাইজ বাংলাদেশ জুনিয়র ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ ব্যাডমিন্টন-২০১৯ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৬। ১৫-২৫ জানুয়ারী-২০২০ বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১৭। ২২ ফেব্রুয়ারি হতে ১১ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট দলের মধ্যে ১টি টেষ্ট, ৩টি ওয়ানডে এবং ২টি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৯-২০২০ সালের জাতীয় প্রতিযোগিতা:

০১। ২৯ জুন হতে ১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কিউট মহিলা হ্যান্ডবল লীগ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

০২। মাসব্যাপী বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ ২০১৮-১৯ এর ২য় পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

০৩। ০৮-১৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রাইজমানি র‍্যাংকিং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

০৪। ১২-১৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জেএফএ অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ এর চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

০৫। ২০-১৮ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বাফুফে ইউনিসেফ অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

০৬। ২৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৬তম দূরপাল্লা সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

০৭। ২৫-২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ক্লাব কাপ উশু চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ এর চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

০৮। ২৬ ও ২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ ইয়োগা অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ১ম এশিয়ান ইয়োগাসান স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

০৯। ২৬ ও ২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ তায়কোয়ানদো অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় তায়কোয়ানদো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১০। ২৯-৩১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবী ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় ১ম অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা স্কুল রাগবী চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়।

১১। ১৫-১৯ জুলাই-২০১৯ বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৬তম জাতীয় ব্যামিন্টন প্রতিযোগিতা (বালক-বালিকা) অনুষ্ঠিত হয়।

১২। ১৬ তম জাতীয় জুনিয়র কুস্তি (বালক বালিকা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩। ৩০-৩১ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৫তম জাতীয় সামার এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪। ০৫-০৭ সেপ্টেম্বর-২০১৯ কোরিয়া কাপ তায়কোয়ানেডো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৯ অনুষ্টিত হয়।

১৫। ০৮-১৩ সেপ্টেম্বর-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মেখ মজিবর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনূর্ধ্ব-১৭ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১৬। ১০-১২ সেপ্টেম্বর-২০১৯ বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৩তম বয়সভিত্তিক জাতীয় সাঁতার ও ড্রাইভিং সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হয়।

১৭। ১৩-৩০ সেপ্টেম্বর-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ওয়াল্ডন অ-১৮ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৮-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১৮। ১৯-১৫ সেপ্টেম্বর-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৬তম স্কুল (বালক-বালিকা) হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

১৯। ২১ সেপ্টেম্বর হতে ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৬তম প্রিমিয়ার পুরুষ কাবাডি লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

২০। ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় কিটস্ রাগবি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২১। ১৮-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহিলা দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২২। ১০ অক্টোবর হতে মাসব্যাপী ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় ক্রিকেট লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

২৩। ১১-১২ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত শেখ রাসেল ক্লাব কাপ বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত হয়।

২৪। ২২-২৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ক্লিয়ার মেন অনূর্ধ্ব-১৭ স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ এর ফাইনাল রাউন্ড খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫। ২৫-২৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৫তম জাতীয় জুনিয়র (বয়স ভিত্তিক) অ্যাথলেটিক্স-২০১৯ অনুষ্টিত হয়।

২৬। ২৬-২৭ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আন্তঃজেলা বয়স ভিত্তিক মহিলা সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্টিত হয়।

২৭। ০৩-০৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-২০ বালিকা কলেজ রাগবি প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্টিত হয়।

২৮। ০৮-০৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আমন্ত্রণ মূলক মহিলা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

২৯। ১৮-২৫ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় "১ম বিভাগ কাবাডি লীগ-২০১৯" অনুষ্ঠিত হয়।

৩০। ৩০ নভেম্বর ও ০১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ওপেন বডিবিল্ডিং কম্পিটিশন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৩১। ৩০ নভেম্বর ও ০১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় "১ম বিভাগ কাবাডি লীগ-২০১৯" অনুষ্ঠিত হয়।

৩২। ১১-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় কলেজ বালক রাগবি প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৩৩। ১১ ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে ১৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু বিপিএল ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৪। ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ব্রিজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৫। ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

৩৬। ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

৩৭। ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে ০৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় "ফেডারেশন কাপ ফুটবল ২০১৯" অনুষ্ঠিত হয়।

৩৮। ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৯। ২০-২১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪০। ২২-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ১৬তম জাতীয় সিনিয়র ও জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃজেলা তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪১। ২২-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪২। ২১ ডিসেম্বর, ২০১৯ হতে ০১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ২৯তম জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৩। ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৪। ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস রাগবি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৫। ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস ক্যারম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৬। ২৮-২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মেনস সিনিয়র, সেনস মাস্টার বডিবিল্ডিং, মেনস ফিজিক এবং ওমেনস ইভেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৪৭। ২৯-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মহান বিজয় দিবস তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৮। ০৬-০৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ চুকবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় "৪র্থ জাতীয় চুকবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০" অনুষ্ঠিত হয়।

৪৯। ০৮-১১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার ১৩তম জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা-২০১৯ (পুরুষ ও মহিলা) অনুষ্ঠিত হয়।

৫০। ১০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-২১ উন্মুক্ত কারাতে প্রতিযোগিতা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৫১। ১৬-১৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৪৩তম বঙ্গবন্ধু জাতীয় অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫২। ১৮-২১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩০তম জাতীয় মহিলা হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়ণশীপ অনুষ্ঠিত হয়।

৫৩। ১৮-২১ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ফেডারেশন কাপ টেবিল টেনিস (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৪। ১৮-২৮ জানুয়ারী-২০২০ তারিখ বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ভলিবল প্রিমিয়ার লীগ অনুষ্ঠিত হয়।

৫৫। ২৩ জানুয়ারি, ০৮ ফ্রেরুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়।

৫৬। ২৪-২৬ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় মুজিব বর্ষ ট্রাস্ট ব্যাংক ১৭৩ম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ।

৫৭। ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ হতে চলমান বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় স্কুল হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ।

৫৮। ০৯-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় 'মার্সেল ৪র্থ জাতীয় মহিলা রাগবি প্রতিযোগিতা ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।

৫৯। ২০-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস্ ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ৩৭তম জাতীয় সিনিয়র ও জুনিয়র এবং ৫ম বয়স ভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস্ প্রতিযোগিতা-২০১৯ (পুরুষ ও মহিলা) অনুষ্ঠিত হয়।

৬০। ২২ ফেব্রুয়ারি হতে মে, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় "মহিলা ফুটবল লীগ-২০১৯-২০২০" অনুষ্ঠিত হয়।

৬১। ০৪-০৬ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের (ইউনিয়ন) ব্যবস্থাপনায় 'মিনি অনূর্ধ্ব-১০ বালক রাগবি প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।

৬২। ০৫-০৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু স্কুল বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়।

৬৩। ০৬-০৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইয়োগা অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ইয়োগা প্রতিযোগিতা-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

৬৪। ১০-১৪ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ইয়োথ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

৬৫। ১৮-১৯ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু মহান স্বাধীনতা দিবস শরীরগঠন প্রতিযোগিতা-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

৬৬। ১৯-২১ মার্চ, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ বধির ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ২০তম জাতীয় বধির ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৭। ০৯-১৮ জুলাই, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ উশু ফেডারেশনের কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় উশু জাজেস প্রশিক্ষণ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়ামের নবনির্মিত দর্শনীয় ফুট ওভার ব্রিজ।

মাগুরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আছাদুজ্জামান আউটার স্টেডিয়ামের ফুট ওভার ব্রিজের কাজ ।

সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট কমপ্লেক্সের আউটার স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন ভবনসহ ভিআইপি গ্যালারীর উপর মেমব্রেন সেড।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র. নং	কর্মসূচি	প্রশিক্ষণ প্রেরণের মেয়াদ	সংস্থার নাম	মোট অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা)
	জুলাই - মার্চ			
১	নিয়মিত ক্রিকেট প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড	৩৪২ জন
২	নিয়মিত ফুটবল প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	২৭০ জন
৩	নিয়মিত জিমন্যাস্টিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন	২২৫ জন
৪	নিয়মিত তায়কোয়ানডো প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন	১,৮০০ জন
৫	নিয়মিত ভারোত্তোলন প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন	১৩৫ জন
৬	নিয়মিত শরীরগঠন প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন	৩১৫ জন
৭	নিয়মিত কারাতে প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন	২২৫ জন
৮	নিয়মিত জুডো প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন	১৮০ জন
৯	নিয়মিত উশু প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন	২৭০ জন
১০	নিয়মিত দাবা প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন	১৮০ জন
১১	নিয়মিত ফেন্সিং প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন	৩৬০ জন
১২	নিয়মিত টেনিস প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন	৬৩০ জন
১৩	সেরা সাঁতারুর দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (বালক-বালিকা)	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন	১,০৮০ জন
১৪	নিয়মিত বক্সিং প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন	২৭০ জন
১৫	জাতীয় শ্যুটিং দলের প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ শ্যুটিং ফেডারেশন	২৭০ জন
১৬	নিয়মিত কাবাডি প্রশিক্ষণ	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন	১৮০ জন
১৭	১৩ তম এস এ গেমস্-২০১৯ অংশগ্রহণ উপলক্ষে প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ইভেন্টে অনুষ্ঠিত হয়	মাসব্যাপী	বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন	১৪০০ জন
১৮	বিভাগীয় রেফারী রিফ্রেসার্স কোর্স ২০১৯	০১-০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	৩২ জন
১৯	২য় শ্রেণি রেফারীদের ১ম শ্রেণি রেফারীতে পদোন্নতি পরীক্ষা	০৬-০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত	বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	২৫ জন
২০	গ্রামীণ খেলার Coaches and Judges সেমিনার	০১-০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত	বাংলদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	৬৪ জন
২১	আন্ত:জেলা মহিলা দাবা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০২০	১১-১২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত	বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	২০ জন
২২	Kinanthropometry লেভেল-১ ও লেভেল-২ কোর্স	০৬-০৮ মার্চ, ২০২০ তারিখ পযর্ন্ত	বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স, স্পোর্টস ইন্টারটেইনমেন্ট বাংলাদেশ এবং স্পেশাল অলিম্পিকের যোথ উদ্যোগে	২৫ জন
২৩	বয়সভিত্তিক দাবা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	০৭ মার্চ হতে ১৫ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ পযর্ন্ত	বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন	৩০ জন

এপ্রিল-মে-জুন

করোনা ভাইরাস **(কোভিড-১৯)** এর কারণে ক্রীড়া কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়নি।

দিনাজপুর জেলাস্থ পার্বতীপুর উপজেলা স্টেডিয়ামের সাধারণ গ্যালারীসহ খেলার মাঠ।

নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের ইনডোর স্টেডিয়াম।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

ক্র. নং.	সময়কাল ২০১৯-২০২০	প্রতিযোগিতা	এওয়ার্ড		
			স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্র
০১		২৬-২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান ইয়োগাসান স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ণশীপ-২০১৯ এ বাংলাদেশ ইয়োগা দল (বালক-বালিকা) ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ২টি তাম্র পদক অর্জ করেন।	২	১	২
০২		২৬-২৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত চীনের হার্বিনে অনুষ্ঠিত ৫৩তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং এন্ড ফিটনেস চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ মেন্স ক্লাসিক বডিবিল্ডিং ১৭১ সে.মি. ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের আনোয়ার হোসেন তামীম রৌপ্য পদক অর্জন করেন।		১	
০৩		২২-২৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত কামিৎসুমা ওকোকাই আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কারাতে দল (পুরুষ-মহিলা) ১৩ টি স্বর্ণ, ৪ টি রৌপ্য ও ৩ টি তাম্র পদক অর্জন করেন।	১৩	৪	৩
০৪		২৫ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ ভারতের মুর্শীদাবাদে অনুষ্ঠিত দূরপাল্লা সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাঁতারু জনাব ফয়সাল ১৯ কি.মি.-এ তাম্র পদক এবং ১৯ কি.মি.-এ মহিলা সাঁতারু রোমানা রৌপ্য পদক অর্জন করেন।		১	১
০৫		০৪-১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ওয়েস্টার্ণ এশিয়ান ইয়ুথ এন্ড জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা অনুর্ধ্ব-৯ এ বাংলাদেশের দাবারু ওয়ারসিয়া খুশবু রৌপ্য পদক অর্জন করেন।		১	
০৬		০৮-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং আরচ্যারী টুর্ণামেন্টে, স্টেজ-৩ এ রিকার্ভ এককে বাংলাদেশের আরচ্যার রোমান সানা স্বর্ণ পদক এবং রিকার্ভ মিক্স’ড ডাবলসে বিউটি রায় ও রোমান সানা তাম্র পদক অর্জন করেন এবং রিকার্ভ দলগত ইভেন্টে রোমান সানা, তামিমুল ও রুবেল রৌপ্য অর্জন করেন।	১	১	১
০৭		১০-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সেম্বো রেফারী সেমিনার এবং এশিয়ান সেম্বো চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ এ মো: মাহমুদুল কবির মুন্না তাম্র পদক, মো: রাব্বি হোসেন তাম্র পদক এবং শাহা আলী কবির রাফি তাম্র পদক অর্জন করেন।			৩
০৮		১২-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান সাম্বো চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৯ এ বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট দল ৩টি তাম্র পদক অর্জন করেন।			৩

ক্র. নং.	সময়কাল ২০১৯-২০২০	প্রতিযোগিতা	এওয়ার্ড		
			স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্র
০৯		১১-১৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত কারাতে প্রতিযোগিতা-২০১৯ এ বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট দল ৪টি স্বর্ণ ও ২টি রৌপ্য পদক অর্জন করেন।	৪	২	
১০		২০-২৭ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ইয়ুথ জুনিয়র এশিয়ান ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের ভারোত্তোলক মাবিয়া আক্তার ৭১ কেজি ক্লিন অ্যান্ডজার্কে ২টি রৌপ্য ও স্যাতে ১টি তাম্র পদক অর্জন করেন।		২	১
১১		০৫-১০ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত আইএফবিসি ৭৩ তম ওয়ার্ল্ড বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশীপ মেনস্ ৬০ কেজিতে বাংলাদেশের বডি বিল্ডার রবিন রৌপ্য পদক অর্জন করেন।		১	
১২		১০-১৫ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ইরানে অনুষ্ঠিত জুনিয়র বিশ্বকাপ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ জুনিয়র কাবাডি দল তাম্র পদক অর্জন করেন।			১
১৩		০১-১০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নেপালের কাঠমুন্ডু ও পোখরায় অনুষ্ঠিত ১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ দল (বালক-বালিকা) ১৯ টি স্বর্ণ, ৩৩ টি রৌপ্য ও ৮৫ টি তাম্র পদক অর্জন করেন।	১৯	৩৩	৮৫

আর্চার রোমান সানার মায়ের চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার চেক প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি ।

বিকেএসপিতে প্রমিলা ইনডোর ক্রিকেট ভবনের উদ্বোধন করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি। এসময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেনসহ বিকেএসপির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

T-20 খেলায় প্লেয়ার অফ দ্যা টুর্নামেন্ট এবং
বেষ্ট বোলার অফ দ্যা টুর্নামেন্টের ট্রফি মুস্তাফিজুর রহমান-এর হাতে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন ফিলিস্তিন দলের খেলোয়াড়রা। পাশে রয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কার্যটির সভাপতি আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন। আওয়ামী লীগের ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাফুফে সভাপতি কাজী মোঃ সালাহ উদ্দিন সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী, কাজী নাবিল আহমেদ প্রমুখ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কেটে উদ্‌যাপন করছে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন সহ আরো অনেকে।

আবাহনীর প্রতিষ্ঠাতা শেখ কামাল এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আবাহনী ক্লাবে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন।

বাংলাদেশে ফিরছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের আকবর বাহিনীকে ফুলের শুভেচ্ছা

শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপ টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, হুইপ সামছুল হক, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, আওয়ামী লীগের ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশিদ এবং চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আ.জ.ম নাছির উদ্দিন প্রমুখ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কারের চেক নিচ্ছিলেন উয়েফা অ্যাসিস্ট অনূর্ধ্ব-১৬ ডেভেলপমেন্ট ফুটবল চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক।

জয়তু শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ান মেঘারেন্তু সুশান্তর হাতে চেক তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি। এ সময় বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি, সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের সভাপতি ও আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ কমিটির সভায় আহবায়কের বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি। পাশে অনেকের সাথে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা ২০১৯ এর জাতীয় পর্যায়ের খেলা উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা দেখার সময় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যরা এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্টস ফেডারেশনের নবনির্বাচিত সভাপতি ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এর ভাইস চ্যান্সেলর মেজর জেনারেল আফজল হামিদ সারওয়ার হাসান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি'র সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে বিশেষ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী। উপস্থিত ছিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন, এম. পি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন ফেডারেশনের সাথে আলোচনা শেষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি।

বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিম।

ক্রীড়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সচিবালয়ে মতবিনিময় করছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টার ইউনাইটেড ক্লাবের একটি প্রতিনিধিদল যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেন।

ট্রাস্ট ব্যাংক ১৭তম জাতীয় তায়কোয়াড্ডো প্রতিযোগিতা-২০২০ এ খেলোয়াড়দের মাঝে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

কাবাডি স্টেডিয়ামে নির্মাণাধীন প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ কাজ।

শেরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়ামে প্যাভিলিয়ন ভবন (বাহিরের দিক)।

নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সের ইনডোর স্টেডিয়াম এর অভ্যন্তরীণ কাজ সমূহ।

ভলিবল স্টেডিয়ামে চলমান প্যাভিলিয়ন ভবন নির্মাণ কাজ।

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

জিরানী, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯

প্রেক্ষাপট:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (বিকেএসপি) নামে এর পুনঃ নামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশকে প্রতিষ্ঠা করার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

অবস্থান:

সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা ইপিজেড এর উত্তর দিকে নবীনগর-কালিয়াকৈর সংযোগ সড়ক ধরে ০৯ কিলোমিটার দূরত্বে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে জিরানীতে ১১৫ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে বিকেএসপি'র অবস্থান। ঢাকার জিরো পয়েন্ট হতে সড়ক পথে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইন:

১৯৮৩ সালের ০২ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৫৮ বলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) নামকরণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। অতঃপর ২০২০ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ রহিত করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২০ প্রবর্তন করা হয়। সরকার প্রতিষ্ঠানটির নীতি নির্ধারণ ও সামগ্রিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য আইনের আওতায় একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করে।

সুব্রত কাপ ফুটবল ২০১৯ দিল্লী, ভারত, অনূর্ধ্ব- ১৭ বালিকা চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি দল

পরিচালনা বোর্ড			
ক	মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	চেয়ারম্যান
খ	প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যদি থাকেন)	-	ভাইস-চেয়ারম্যান
গ	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;	-	সদস্য
ঘ	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;	-	সদস্য
ঙ	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;	-	সদস্য
চ	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;	-	সদস্য
ছ	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;	-	সদস্য
জ	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন অন্যূন যুগ্মসচিব	-	সদস্য
ঝ	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ;	-	সদস্য
ঞ	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর;	-	সদস্য
ট	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	-	সদস্য
ঠ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;	-	সদস্য
ড	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত উহার অধ্যাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন প্রতিনিধি;	-	সদস্য
ঢ	ক্যাডেট কলেজসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;	-	সদস্য
ণ	চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড;	-	সদস্য
ত	মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন;	-	সদস্য
থ	সভাপতি, জাতীয় মহিলা ক্রীড়া পরিষদ;	-	সদস্য
দ	সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন খ্যাতনামা ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ, যাহাদের মধ্যে একজন নারী হইবেন এবং মনোনয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এর সাবেক ক্রীড়াবিদগণ অগ্রাধিকার পাইবেন;	-	সদস্য
ধ	মহাপরিচালক	-	সদস্য-সচিব

ট্রেনিজ হোস্টেল, কক্সবাজার আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

অফিসার্স কোয়াটার, কক্সবাজার আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

উদ্দেশ্য:

ক) সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বয়স ভিত্তিক ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ) ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে পরিকল্পিত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ নিশ্চত করতে ক্রীড়া বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিত খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা।

ঘ) নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের মাঝে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঙ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্ত করা।

চ) বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কৌশলগত ও বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা প্রদান করা।

জ) ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ে সহজাত প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আধুনিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঝ) সকল সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে ধারাবাহিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা।

আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি:

১) নির্ধারিত বয়সসীমার বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা অন্বেষণ করা এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত ক্রীড়া ও সাধারণ শিক্ষার সুযোগসহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাহাদের বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান;

২) উন্নতমানের ক্রীড়াবিজ্ঞানী, কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ার তৈরির উদ্দেশ্যে সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিজ্ঞানী, কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ারগণের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) ক্রীড়াবিজ্ঞানী, কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারগণের কলাকৌশলগত দক্ষতা উন্নয়নকল্পে সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা;

৪) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসাবে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান;

৫) অটিস্টিকসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিবন্ধী অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলার জন্য পৃথক ইউনিট গঠন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহিত সমন্বয়ক্রমে তাহাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন;

৬) বিভিন্ন দেশীয় খেলাধুলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন;

৭) ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্যকেন্দ্র হিসাবে কার্য সম্পাদন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

৮) ক্রীড়া সম্পর্কিত পুস্তক, সাময়িকী, বুলেটিন এবং হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ ও সংরক্ষণ;

৯) দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়;

১০) দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও কার্যাবলির সমন্বয় সাধন;

১১) ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

১২) প্রতিবেশ ও পরিবেশবান্ধব ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

১৩) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো কার্য সম্পাদন।

ক্রীড়া বিভাগ ও প্রশিক্ষণার্থি সংখ্যা:

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১	আর্চারি	৫৬
২	অ্যাথলেটিক্স	৬৪
৩	বাস্কেটবল	৫৫
৪	বক্সিং	৪০
৫	ক্রিকেট	৩৫২
৬	ফুটবল	৩২৬
৭	জিমন্যাস্টিক্স	৪৩
৮	হকি	১১৫
৯	জুডো	৩৮
১০	কাবাডি	১৬
১১	কারাতে	৩২
১২	শ্যুটিং	৫৮
১৩	সাঁতার	৮২
১৪	টেবিল টেনিস	৪৪
১৫	তায়কোয়ানডো	৩১
১৬	টেনিস	৫৩
১৭	ভলিবল	৩৯
১৮	উশু	৩৪
	সর্বমোট =	১৪৭৮

বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্নরস-এর ১৯ তম সভায় গলফ, ২৩ তম সভায় ব্যাডমিন্টন এবং ৩৩ তম সভায় স্কোয়াশ, হ্যান্ডবল ও ভারোত্তোলন ক্রীড়া বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো :

বিকেএসপি একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

আইন অনুযায়ী পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ২১ (একুশ)। মহাপরিচালক এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অধ্যক্ষ মহাপরিচালককে সহায়তা করে থাকেন।

বিকেএসপিতে বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যা:

ক্রমিক	বিবরণ	জনবলের সংখ্যা
ক	রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা-কর্মচারী	৩৩৪ জন
খ	দৈনিক সম্মানী ভিত্তিক কর্মকর্তা	৫৬ জন
গ	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী	১৫১ জন
ঘ	তৃণমূল কার্যক্রমের অধীনস্থ সম্মানী ভিত্তিক কোচ	২৯ জন

২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপি'র সাফল্য

ক্র. নং.	ক্রীড়া বিভাগ	প্রতিযোগিতার নাম ও স্থান	তারিখ	পদক প্রাপ্তি			মন্তব্য
				স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্র	
০১	আর্চারি	ইয়ুথ ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ' ২০১৯ স্পেন	১৮/০৮/২০১৯	-	-	-	দলগত ৮ম স্থান
		মধুমতি ব্যাংক ২০১৯ বাংলাদেশ কাপ, আর্চারি, স্টেজ-০৩ ও ট্রায়াল	১৮/০৯/২০১৯	-	-	-	২টিতে বিকেএসপি চ্যাম্পিয়ন ও দলগত তৃতীয়
		ইয়ুথ ন্যাশনাল র‍্যাংকিং আর্চারি স্টেজ-৩, টঙ্গী, গাজীপুর	০৩/১০/২০১৯	০৫	০৫	০৭	-
		আর্চারি ন্যাশনাল লীগ-৪, টঙ্গী, গাজীপুর	১৯/১০/২০১৯	-	-	-	১টিতে রানারআপ ও ১টিতে ৪র্থ
		তীর ৩য় জাতীয় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯, গাজীপুর	১৬-১৭ নভেম্বর ২০১৯	০৪	০৪	০৪	-
		১১তম তীর জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ -২০১৯, গাজীপুর	১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯	০২	০৩	০৩	-
০২	অ্যাথলেটিক্স	২৬তম এসিএবি আমন্ত্রনমূলক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা, ২০১৯ কলকাতা	২৮-২৯ জুলাই	০৬	০৪	০২	চ্যাম্পিয়ন
		ওয়াল্টন এয়ারকন্ডিশনার ৩৫তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা-২০১৯, ঢাকা	২৫-২৬ অক্টোবর, ২০১৯	২২	০৯	০৫	দলগত চ্যাম্পিয়ন
০৩	বাস্কেটবল	অ-১৪ থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট, ২০১৯, ঢাকা	২৩-২৪ আগস্ট, ২০১৯	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন

ক্র. নং.	ক্রীড়া বিভাগ	প্রতিযোগিতার নাম ও স্থান	তারিখ	পদক প্রাপ্তি			মন্তব্য
				স্বর্ণ	রৌপ্য	তাম্র	
		অ-১৬ থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট, ২০১৯, ঢাকা।	৩০-৩১ আগস্ট, ২০১৯	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		অ-১৮ থ্রি অন থ্রি বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট, ২০১৯, ঢাকা	২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
০৪	ফুটবল	৬০তম সুব্রত মুখার্জী কাপ অ-১৪ (বালক) ফুটবল টুর্নামেন্ট, ভারত	২১/৮/২০১৯ হতে ২৮/৮/২০১৯	-	-	-	কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ
		৬০তম সুব্রত মুখার্জী কাপ অ-১৭ (বালক) ফুটবল টুর্নামেন্ট, ভারত	০১/৯/২০১৯ হতে ১৭/৯/২০১৯	-	-	-	রানার্সআপ
		৬০তম সুব্রত মুখার্জী কাপ অ-১৭ (বালিকা) ফুটবল টুর্নামেন্ট, ভারত	২৮/৮/২০১৯ হতে ৬/৯/২০১৯	-	-	-	চ্যাম্পিয়ন
		বঙ্গবন্ধু জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২০, ঢাকা	২৪/০১/২০২০ হতে ০৯/০২/২০২০	-	-	-	আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন
০৫	জিমন্যাস্টিক্স	মহান বিজয় দিবস ২০১৯ জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা, ঢাকা	২১/১২/২০১৯	০৬	০৭	০২	-
০৬	জুডো	১৩তম সাউথ এশিয়ান গেমস ২০১৯, নেপাল	০১-১০ ডিসেম্বর ২০১৯	-	-	০২	-
০৭	কারাতে	৫ম সাউথ এশিয়ান জুনিয়র ক্যাডেট অ-২১ এবং সিনিয়র কারাতে প্রতিযোগিতা -২০১৯, ঢাকা	০৭ নভেম্বর ২০১৯	০২	০৫	০২	-
০৮	শ্যুটিং	২৪তম আন্তঃক্লাব শ্যুটিং প্রতিযোগিতা’ ২০১৯, ঢাকা	২৮-৩১ জুলাই ২০১৯	০২	০২	-	-
০৯	সাঁতার	সাইফ পাউয়ারটেক ৩৩তম জাতীয় বয়স ভিত্তিক সাঁতার ও ডাইভিং প্রতিযোগিতা, ২০১৯, ঢাকা	১০-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৫১	৫৮	৩৫	দলগত চ্যাম্পিয়ন
১০	তায়কোয়ানডো	9th Tirak Taekwondo International Championship-2019, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	২৪-২৬ অক্টোবর ২০১৯	০৪	০২	০১	-
		মুজিব শতবর্ষ ট্রাস্ট ব্যাংক ১৭তম জাতীয় সিনিয়র/জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা-২০২০, ঢাকা	২৪-২৬ জানুয়ারি ২০২০	০৮	০৩	-	দলগত চ্যাম্পিয়ন
১১	ভলিবল	মহান বিজয় দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা -২০১৯, ঢাকা	২২-৩০ ডিসেম্বর ২০১৯	-	-	-	৫ম স্থান
১২	উশু	৩য় এ্যাম্বাসেডার কাপ চায়না বাংলাদেশ উশু প্রতিযোগিতা-২০১৯, ঢাকা	০২ নভেম্বর ২০১৯	-	-	-	দলগত চ্যাম্পিয়ন
		১৪তম (সিনিয়র) জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা-২০১৯, ঢাকা	০৮-১১ জানুয়ারি ২০২০	০২	০৩	০১	-

বিকেএসপি প্রমিলা ক্রিকেট ইনডোর ভবন শুভ উদ্বোধন

অনলাইনের মাধ্যমে কলেজ ফিস আদায়ের লক্ষ্যে বিকেএসপি ও ট্রাস্ট ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

২৪তম আন্তঃক্লাব শ্যুটিং প্রতিযোগিতা ২০১৯ চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি দলের সাথে মহাপরিচালক

জাতীয় শোক দিবস- ২০১৯ এ ধানমন্ডিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে বিকেএসপি'র পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন মহাপরিচালক, বিকেএসপি।

৩৩তম জাতীয় জুনিয়র সাতাঁর প্রতিযোগিতা ২০১৯ চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি দলের সাথে
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি

প্রশাসনিক ভবন, কক্সবাজার অঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা।

বিকেএসপি কোচেস সার্টিফিকেট কোর্স সাঁতার ২০১৯ এর
অংশগ্রহনকারীদের সাথে বিকেএসপি'র মহাপরিচালক।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি দলের বিকেএসপি পরিদর্শন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি দলের বিকেএসপি পরিদর্শন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-২০২০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও বিকেএসপি।

জাতীয় জুনিয়র তায়কোয়ানডো প্রতিযোগিতা ২০২০ চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি দলের সাথে মহাপরিচালক

ICYF এর সভাপতি জনাব তাহা আয়ান্ এর বিকেএসপি পরিদর্শন

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট বিজয়ীদের বিকেএসপিতে সংবর্ধনা

২৪তম অন্তঃক্লাব শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯ এর ১০ মিটার এয়ার রাইফেল (ওপেন সাইড)
এ স্বর্ণ পদক বিজয়ী বিকেএসপি'র **নূসরাত জাহান সামসি**

৩৩তম জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর
সেরা সাঁতারু বিকেএসপি'র **মোবারক হোসেন**।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট বিজয়ীদের বিকেএসপিতে সংবর্ধনা

ইয়ং টাইগার অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেট ২০১৯ চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি দল

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

BKKF বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় যারা অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাদের কল্যাণার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৬ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন। ০৯ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবটি গেজেট প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গেজেট প্রকাশের পূর্বেই ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১' (২০১১ সালের ৩নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১২ সন হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনের ৪র্থ তলায় এই ফাউন্ডেশন অফিসের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

২. রূপকল্প:

ক্রীড়াসেবীদের দারিদ্র হ্রাস ও ক্রীড়ার মান উন্নয়ন।

৩. অভিলক্ষ্য:

ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস এবং ক্রীড়ার মান উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।

৪. কার্যাবলী:

'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১-এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

ক	দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করা;
খ	দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করা;
গ	ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;
ঘ	ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদান করা;
ঙ	ক্রীড়াসেবীর পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড প্রদান করা;
চ	দুস্থ, আহত বা অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং পরিবারের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
ছ	ক্রীড়াসেবীদের সার্বিক কল্যাণার্থে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
জ	তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর ও পরিচালনা করা বা বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করা;
ঝ	সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাধীনে উহার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা;
ঞ	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা, অনুদান ও উপহার গ্রহণ এবং লটারীর ব্যবস্থা করা;
ট	তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
ঠ	উপরি-উক্ত দফাসমূহে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

৫. পরিচালনা বোর্ড:

'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১-এর ৬ ধারার বিধান মতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে :

ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে - চেয়ারম্যান

খ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে - ভাইস চেয়ারম্যান

গ) যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে - সদস্য

ঘ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে - সদস্য

ঙ) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, পদাধিকার বলে - সদস্য

চ) সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, পদাধিকার বলে - সদস্য

ছ) উপসচিব (ক্রীড়া), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে - সদস্য

জ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত নির্বাহী কমিটির সদস্য - সদস্য

ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া ও খেলাধুলায় অনুরাগী তিনজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন -সদস্য

ঞ) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, পদাধিকার বলে -সদস্য সচিব

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের জন্য নিম্নরূপ ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ/জনবল অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব ফাউন্ডেশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান অস্থায়ী জনবলের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র.নং	পদের নাম	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
ক	সচিব	১ জন		শূন্যপদে এনএসসির এক জন কর্মচারী প্রেষণে নিয়োজিত আছে।
খ	নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন		
গ	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ জন		
ঘ	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১ জন	১ জন	
ঙ	অফিস সহায়ক	২ জন		
	মোট =	৬ জন		

ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে ফাউন্ডেশনের জন্য ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্জনসমূহ:

ক) ফাউন্ডেশনের সিডমানি/তহবিল:

ফাউন্ডেশন সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে ৭.২৫ কোটি টাকা পেয়েছে। ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ফাউন্ডেশনকে ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং ০৭ জুলাই ২০২০ তারিখে আরো ১০ (দশ) কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২০ (বিশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি কোম্পানীর সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকাসহ ফাউন্ডেশনের সর্বমোট সিডমানি ২৭.৮৫ কোটি টাকা বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে- যার মুনাফা এবং প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব বাজেট বিশেষ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।

খ) মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান:

ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদানের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্র. নং	অর্থ-বছর	প্রাপ্ত আবেদন	অনুদান প্রাপ্তদের সংখ্যা ও হার (টাকায়)	অর্থের পরিমান (টাকায়)
০১	২০০৯-২০১০	৮০ টি	৮০ জন (১০,০০০/-)	৮,০০,০০০/-
০২	২০১১-২০১২	১৫০ টি	১১০ জন (১০,০০০/-)	১১,০০,০০০/-
০৩	২০১২-২০১৩	৭১৯ টি	৫৩৩ জন (১৫,০০০/-)	৭৯,৯৫,০০০/-
০৪	২০১৪-২০১৫	১০৯৪টি	৬১৩ জন (১৫,০০০/-)	৯১,৯৫,০০০/-
০৫	২০১৫-২০১৬	১২৫০টি	৬৩০ জন (১৫,০০০/-)	৯৪,৫০,০০০/-
০৬	২০১৬-২০১৭	১৩২৯টি	৬৩৮ জন (১৫,০০০/-)	৯৫,৭০,০০০/-
০৭	২০১৭-২০১৮	১৭৫২টি	৬৪৫ জন (১৫,০০০/-)	৯৬,৭৫,০০০/-
০৮	২০১৮-২০১৯	১৭৬২টি	১০৫০ জন (১৫,০০০/-)	১,৫৭,৫০,০০০/-
০৯	২০১৯-২০২০	২৬৪০টি	১১৫০ জন (২৪,০০০/-)	২,৭৬,০০,০০০/-
		মোট =	৫,৪৪৯ জন	৯,১১,৩৫,০০০/-

২০১৯-২০২০ অর্থ-বছর হতে ফাউন্ডেশন থেকে ক্রীড়াসেবীদের প্রতিজনকে প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা হারে (বছরে ২৪,০০০/- টাকা) মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি (২০১১-২০১২ হতে ২০১৯-২০২০) সর্বমোট ৫,৪৪৯ জন অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ, দুস্থ, ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরকে ৯,১১,৩৫,০০০/- টাকা মাসিক ভাতা/এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(গ) চিকিৎসা সহায়তা প্রদান:

ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র.নং	বিবরণ
০১	বিকেএসপি'র প্রশিক্ষণার্থী অগ্নিদগ্ধ মাহবুব এ এলাহীকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়;
০২	সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন (জাতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়ার) বেগম আশেদা খাতুন রোমাকে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়;
০৩	বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়ার জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়;
০৪	সাবেক জাতীয় শ্যুটার ও জাতীয় পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ বেগম সাবরীনা সুলতানাকে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।

ঘ) বিশেষ আর্থিক অনুদান:

চলমান বৈশ্বিক করোনা ভাইরাস **(কোভিড-১৯)** মহামারীকালে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন অসচ্ছল, অসমর্থ ও দুস্থ ক্রীড়াসেবীদের পাশে থেকে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ফাউন্ডেশন ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ৫০ জন ক্রীড়াসেবীর প্রতিজনকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) হারে ৫,০০,০০০/- (পাচ লক্ষ) টাকা বিশেষ আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে।

ঙ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছর হতে ফাউন্ডেশনের মাসিক ভাতা/এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন গ্রহণ ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং ই-নথির মাধ্যমে অফিসের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

গাজীপুর জেলার অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের মাঝে মাসিক ভাতার চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

গাজীপুর জেলার অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের মাঝে মাসিক ভাতার চেক বিতরণ অনুষ্ঠান।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যাগে ঢাকা জেলার অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের মাঝে মাসিক ভাতার চেক বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এম.পি ।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

সপ্তম অধ্যায়

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

www.moysports.gov.bd

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যুব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম এদেশের উন্নয়ন মাত্রার গতি নির্ধারক। যুবদের উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সঠিক বিকাশ ও তা কার্যক্ষেত্রে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণ শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং যুবদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সনে এ কেন্দ্রের নাম "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠার সম্মতি দেন। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত সাভারস্থ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভিন্ন জমি এবং অবকাঠামোতে "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প ১৯৯৮ সনে শুরু হয়।

দেশের সম্ভাবনাময় যুবদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে বৃহৎ পরিসরে যুবদের নিয়োজিত করার নিমিত্ত গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্দেশ্যে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮' অনুযায়ী শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত। ইনস্টিটিউটকে CENTRE OF EXCELLENCE হিসেবে প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বতন্ত্র জমি ও অবকাঠামোসহ যুগোপযোগী জনবল কাঠামো সৃষ্টির কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

ভিশন (রূপকল্প):

সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র) হিসেবে যুবদের প্রতিভা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

মিশন (অভিলক্ষ্য):

সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রদান এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ

উপদেষ্টা → যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

নির্বাহী কাউন্সিল

নির্বাহী কাউন্সিল

- সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় চেয়ারম্যান
- মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট - সদস্য সচিব
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার, বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মুক্তিযোদ্ধা ও যুব প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ২২ (বাইশ) জন সদস্য।

একাডেমিক কাউন্সিল

একাডেমিক কাউন্সিল

- মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, চেয়ারম্যান
- রেজিস্ট্রার, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সদস্য সচিব
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পদমর্যাদার, বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমন্বয়ে ১১ (এগার) জন সদস্য
- ইনস্টিটিউটের সকল বিভাগের প্রধানগণ

On going Training and Proposed Academic Activities of Sheikh Hasina National Institute of Youth Development

Short Term Training:

SI	Course Title	Duration
01	‘Graphics and Web Design’.	04/08/12 Weeks
02	‘Data Entry and e-Marketing’.	04/08/12 Weeks
03	‘SEO and Digital Marketing’.	04/08/12 Weeks
04	Autocad.	04/08/12 Weeks
05	Hardware maintenance and troubleshooting.	04/08/12 Weeks
06	Youth Leadership and Organizational Management.	04/08/12 Weeks
07	Small Business, Entrepreneurship Development.	04/08/12 Weeks
08	Youth Empowerment.	04/08/12 Weeks
09	Life Skills and Family Education.	04/08/12 Weeks
10	Climate Change and Disaster Management.	04/08/12 Weeks
11	Sanitation and Waste management .	04/08/12 Weeks
12	Communicative Language (English, Arabic, Chinese, Japanese, Korean, France).	04/08/12 Weeks
13	Housekeeping Management.	04/08/12 Weeks
14	Catering	04/08/12 Weeks
15	Tour Guide and Eco Tourism Management.	04/08/12 Weeks
16	Reception and Customer Service	04/08/12 Weeks
17	Salesmanship	04/08/12 Weeks
18	Fashion Design	04/08/12 Weeks
19	Safe food Production & Food Preservation	04/08/12 Weeks
20	Meat Processing	04/08/12 Weeks
21	Biofloc Fish farming	04/08/12 Weeks
22	Orchid & Ornamental Plant Cultivation	04/08/12 Weeks
23	Hydroponic & Aquaponics	04/08/12 Weeks
24	Diversified Jute Products	04/08/12 Weeks
25	Sericulture	04/08/12 Weeks
26	Need based Training.	04/08/12 Weeks

Diploma (12/18 Months), Graduation Programme (04 Years), Post Graduation Programme (12/18 Months), Ph.D (4/7 Years)

❖ School of Development Studies.

Departments:

- Youth Development Studies
- Human Resource Management
- Climate change and Sustainable Development
- Disability Management and Rehabilitation

❖ School of Science and Technology

Departments:

- Information and Communications Technology
- Automobile Engineering
- Agriculture and Food Technology

❖ School of Management

Departments:

- Entrepreneurship and business studies
- Tourism and Hotel Management
- Fashion Design and Marketing
- Communicative Language (English/Arabic/Korean/Chinese)

জনবল কাঠামো-

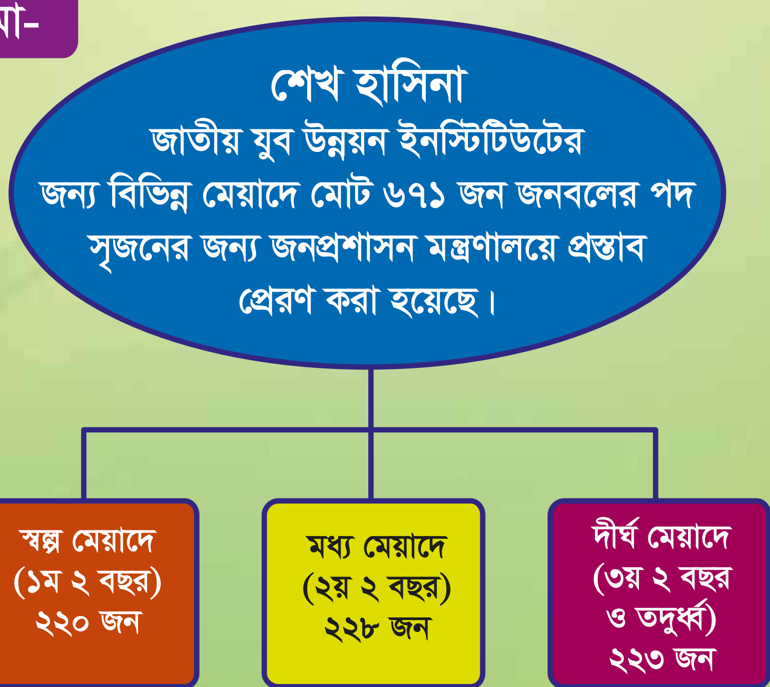

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ২০১৯ -২০২০ অর্থ বছরের বিভিন্ন মেয়াদী নিম্নেবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে।

"Small Business and Entrepreneurship Development" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Youth Leadership Development and Organization Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Communicative English (General)" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Health Awareness and Youth Responsibility" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Online Earning (Graphics Design" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Refreshment on Online Earning (Graphics Design)" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Tour Guide and Tourism Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Youth Leadership Development and Organization Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Reception and Customer Service" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Values, Morality, Ethics and Norms" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

"Digital Bangladesh:Government Initiatives and Youth's Opportunities" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

কর্মশালা: গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি: তারিখে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সাভার, ঢাকায় Workshop on "Empowering Youth: Training and Academic activities of Sheikh Hasina National Institute of Youth Development" আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে এর নির্বাহী কাউন্সিল ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত অন্যান্য কর্মসূচি

জাতীয় শোক দিবস পালন:

১৫ আগস্ট ২০১৯ খ্রিঃ স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বাকলের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের উপর ভিডিও প্রদর্শন, রক্তদান কর্মসূচি, কেন্দ্রের মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে গত ২৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের এর উদ্যোগে কেন্দ্রের অডিটরিয়ামে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

যুব সমাবেশ:

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দিনব্যাপী যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিনিধি জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, ICYF এর প্রেসিডেন্ট Mr. Taha Azhan উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ICYF এর প্রতিনিধি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন:

১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর মধ্যে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ, ছোটদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের মসজিদে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন ও সন্ধ্যায় কর্মকর্তা- কর্মচারী, কেন্দ্রে শিশু কিশোর ও প্রশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

প্রকাশনায়	: **যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার www.moysports.gov.bd
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ	: **আরিফ হোসেন (মুক্তার)** গ্রাফিক্স ডিজাইনার
মুদ্রণে	: **স্বপ্নীল** ১২ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, কাঁটাবন, ঢাকা ফোন : ০১৯৭৭ ৯২৭৬৪৫

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moysports.gov.bd